POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ
كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ
وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ○

অতএব, যে কেহ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির অনুসরণ করে, সে কি ঐ ব্যক্তির মত হইতে পারে, যে আল্লাহ্‌র ক্রোধভাজন হইয়াছে এবং যাহার আবাসস্থল জাহান্নাম? এবং উহা কতই না মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

(আলে ইমরান:১৬৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 4-5

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 23-30 জানুয়ারী, 2020 27- জামাদিউল আওয়াল-4 জামাদিউস সানি 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

প্রার্থনাকারীকে নিজের বিশ্বাস ও কর্ম বিশ্লেষণ করা উচিত। কেননা খোদা তা'লার রীতি হল তিনি সংশোধনের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করেন। তিনি এমন কোনও উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করে দেন যা মানুষের সংশোধনের কারণ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

একথা সত্য যে, যে-ব্যক্তি সৎকর্ম করে না, সে সঠিক অর্থে দোয়া করে না, বরং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে। তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের যাবতীয় শক্তি-বৃত্তিকে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এটিই দোয়ার অর্থ। প্রথমত প্রার্থনাকারীকে নিজের বিশ্বাস ও কর্ম বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। কেননা খোদা তা'লার রীতি হল তিনি সংশোধনের জন্য উপকরণ সৃষ্টি করেন। তিনি এমন কোনও উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি করে দেন যা মানুষের সংশোধনের কারণ হয়। যারা বলে 'দোয়ার জন্য উপকরণের প্রয়োজন কি?', সেই সব নির্বোধদের ভেবে দেখা উচিত যে দোয়া নিজেই একটি সূক্ষ্ম উপকরণ যা অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টিতে সহায়ক। 'ইইয়াকা নাবুদু'-এর পরে 'ইইয়াকা নাসতাঈন' বাক্যে যে দোয়া রয়েছে তা এই বিষয়ের বিশেষ ব্যাখ্যা করছে। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লার রীতি অনুযায়ী আমরা এটিই প্রত্যক্ষ করে আসছি যে, তিনিই উপকরণ সৃষ্টির কারণ। লক্ষ্য করে দেখ যে তিনিই তো পিপাসা নিবারনের জন্য পানি এবং ক্ষুধা নিবারনের জন্য অন্ন সংস্থান করে থাকেন। তবে তা করেন উপকরণ সৃষ্টির মাধ্যমে। এইভাবেই উপকরণ সৃষ্টির এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। উপকরণ অবশ্যই সৃষ্টি হয়, কেননা এগুলি খোদা তা'লারই দুটি নাম। যেরূপ মৌলবী মোহাম্মদ আহসান সাহেব উল্লেখ করেছিলেন যে, كَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (সূরা নিসা, আয়াত: ১৫৯) পরাক্রমশালীর অর্থ হল সমস্ত কাজ করার সামর্থ্য রাখা। 'হাকীম' বা প্রজ্ঞাময়-এর অর্থ হল কোনও প্রজ্ঞার অধীনে প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদন করা স্থান কাল পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। দেখ! উদ্ভিদ ও গাছপালার মধ্যে কতই না বৈচিত্র রয়েছে। জোলাপ-এর উদাহরণটিই দেখ। মাত্র কয়েক গ্রাম পরিমাণ আন্ত্রিক ডেকে আনে। এছাড়া রজন-ও অনুরূপভাবে কার্যকর। আল্লাহ্ তা'লা শক্তি রাখেন এমনিই আন্ত্রিক নিয়ে আসা বা পানি ছাড়া পিপাসা নিবারণ করানোর। কিন্তু প্রকৃতির বিস্ময়কর শক্তিসমূহ সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দেওয়াও আবশ্যক ছিল। কেননা তাঁর বিস্ময়কর শক্তিসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান যত ব্যপক ও বিস্তৃত হয়, মানুষ তত বেশি আল্লাহ্‌র গুণাবলীর বিষয়ে অবহিত হয়ে তাঁর নেকট্যলাভের যোগ্যতা অর্জন করে। চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির অজস্র বৈশিষ্টসমূহ সম্পর্কে অবগত হই।

বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবগত হওয়ার নামই হল বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান কি? বস্তুসমূহের বৈশিষ্ট সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত হওয়ার নামই হল বিজ্ঞান। গ্রহ, নক্ষত্র, উদ্ভিদ ইত্যাদি বস্তুর যদি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট না থাকত, তবে আল্লাহ্ তা'লা যে সর্বজ্ঞানী, তাঁর সেই গুণের উপর বিশ্বাস রাখা মানুষের জন্য কঠিন হয়ে পড়ত।

একথা সত্য যে বস্তুসমূহ সম্পর্কে নিবিড় জ্ঞানের উপরই আমাদের বিজ্ঞানের ভিত্তি। এর উদ্দেশ্য হল আমরা যেন প্রজ্ঞা শিখতে উৎসাহ পাই। বিজ্ঞানেরই অপর নাম হল প্রজ্ঞা। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন। وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيْرًا অর্থ তিনি যাকে চান হিকমত প্রদান করেন, এবং যাকে হিকমত প্রদান করা হয়, তাকে প্রভূত কল্যাণ প্রদান করা হয়। (সূরা বাকারা , আয়াত: ২৭০)

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -এর উদ্দেশ্য

এর উদ্দেশ্য হল এই দোয়া করার সময় সেই সমস্ত মানুষের কর্মপন্থা, চারিত্রিক গুণাবলী ও ধর্মবিশ্বাসের অনুকরণ ও অনুসরণ করা উচিত যারা পুরস্কার প্রাপ্তগণের অন্তর্ভুক্ত। মানুষের উচিত ধর্মবিশ্বাস, চারিত্রিক গুণাবলী এবং কর্মপন্থা যথাসাধ্যরূপে অনুসরণ করা। এই বিষয়টিকে তোমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পার যে, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের সকল শক্তিবৃত্তিকে কাজে লাগায়, সে উন্নতি করতে পারে না বা প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে রেখে অন্য কোনও কাজে লাগানো হলে, যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয় নি, সেও উন্নতি করতে পারবে না। চোখকে যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত বেঁধে রাখা হয়, তবে তার দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলবে। কাজেই জরুরী বিষয় হল,প্রথমত শক্তিবৃত্তিকে তার প্রকৃতিগত কাজে প্রয়োগ করলে সেটি বরং আরও বর্ধিত হবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হল এই যে, যতদূর ব্যবহারিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছি, আল্লাহ্ তা'লা সেটিকে আরও বর্ধিত করেছেন। মোটকথা এই যে, প্রথমত নিজের ধর্মবিশ্বাস, চারিত্রিক গুণাবলী এবং কর্মপন্থার সংশোধন কর। অতঃপর اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়া চেয়ে দেখ, এর পরিপূর্ণ প্রভাব প্রকাশিত হবে।

খোদার কৃপাধন্য জাতি

বিশেষভাবে জানা যায় যে, খোদার এই কৃপাধন্য জাতিটি এমন এক যুগে সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের এক নতুন ধারা সূচিত হয়েছে। মানবজাতি এমনভাবে পাপের দিকে ধাবিত হচ্ছে যেভাবে পাহাড় থেকে বিশাল পাথরখণ্ড নীচে নেমে আসে। কৃপাধন্য জাতি নামে অভিহিত হয়েছে কারণ অজস্র ধারায় পাপ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। যেরূপে আল্লাহ্ তা'লা বলেন ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ অর্থাৎ স্থলে ও জলে ফাসাদ ছেয়ে গেছে। (সূরা রুম, আয়াত: ৪২) (অন্যত্র বলেন, يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا যমীনকে ইহার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন। (সূরা রুম, আয়াত: ২০) এই আয়াত দুটির প্রতি দৃষ্টি

এরপর ৭-এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

মহানবী (সা.) যখনই কোন সফর থেকে মদিনায় ফিরে আসতেন , প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। এটিই তাঁর রীতি ছিল।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত হিলাল বিন উমাইয়া ওয়াকেফি, হযরত মারাা বিন রাবী আমরী এবং হযরত উতবা বিন গাযওয়ান রাযিআল্লাহু আনহুম-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

সশস্ত্র যুদ্ধের সূচনা এবং আঁ হযরত (সা.) কর্তৃক প্রতিরক্ষামূলক ক্রীয়াকলাপের বিবরণ

কাফেরদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর চারটি পরিকল্পনা

দৈনিক আল ফযল লন্ডন-এর অন-লাইন ওয়েবসাইট-এর সূচনার ঘোষণা এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মাননীয় মির্যা হাফিয আহমদ সাহেব মরহুম-এর স্ত্রী মাননীয়া সৈয়্যাদা তানভীরুল ইসলাম সাহেবা এবং সিস্টার হাজা শুকুরাহ নুর সাহেবা (যুক্তরাষ্ট্র)-এর মৃত্যু সংবাদ। প্রয়াতদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং নামাযে জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক , ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ১৩ ডিসেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৩ ফাতাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় আমি হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.)'র স্মৃতিচারণ করছিলাম আর এই স্মৃতিচারণে তাবুকের যুদ্ধেরও উল্লেখ হয়েছে। হযরত হেলাল (রা.) পশ্চাতে থেকে যাওয়াসেই তিনজনেরএকজন ছিলেন যারা এই যুদ্ধে যোগদান করেন নি। মহানবী (সা.) যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর তাদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন আর কিছুটা শাস্তিও প্রদান করেন, এতে এই তিনজন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন আর আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত হয়ে ইস্তেগফার ও তওবা করতে থাকেন, এমনকি এই তিনজন সাহাবীর আহাজারি, যাদের মধ্যে হযরত হেলাল (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন– আল্লাহ্ তা'লার সমীপে গৃহীত হয় আর তাদের ক্ষমার বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা আয়াত অবতীর্ণ করেন। যাহোক, এ সম্পর্কে একথা বর্ণিত হয়েছিল যে, সাহাবীরা এই যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য কত বেশি কুরবানী করেছিলেন আর এটিও উল্লেখ হয়েছিল যে, আরো কতিপয় মানুষ, যাদের হৃদয়ে কপটতা ছিল, তারা এতে যোগদান করে নি আর মহানবী (সা.)-এর সমীপে মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কয়েকজন প্রথমে (যুদ্ধে) যেতে অস্বীকার করে আর তিনি (সা.) এমন কপটদের বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দেন। এরই ধারাবাহিকতায় আরো কিছু কথা রয়েছে যা আমি এখন উপস্থাপন করবো।

সেসব মানুষ যারা মহানবী (সা.)-এর সাথে না যাওয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছিল তাদের মধ্যে একজন ছিল জাদ্দ বিন কায়েস। তিনি (সা.) তাকে বলেন, তুমি কি রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের সাথে যাবে না? সে এই অজুহাত দেখায় যে, সে মহিলাদের কারণে পরীক্ষা বানৈরাজ্যের মধ্যে পড়তে পারে। মহিলারা রয়েছে, পারিবারিক দায়-দায়িত্ব রয়েছে, বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে, তাই তাকে পরীক্ষায় ফেলা না হোক, অতএব মহানবী (সা.) তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং তাকে অনুমতি দিয়ে দেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতও অবতীর্ণ করেন যে,

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ (التوبة:49)

অর্থাৎ, আর তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে বলে, আমাকে অনুমতি দাও আর আমাকে পরীক্ষায় ফেলো না। জেনে রাখ, তারা পূর্বেই পরীক্ষায় নিপতিত হয়েছে। এবং নিশ্চয় জাহান্নাম কাফিরদেরকে সবদিকে থেকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (সূরা তওবা: ৪৯)

মদিনার একজন ইহুদির নাম ছিল সুয়ায়লাম, সে মদিনার জাসূম অঞ্চলে বসবাস করতো, যাকে বি'রে জাসেমও বলা হয়। এখানে মদিনা হতে সিরিয়ার পথে আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান এর কূপ ছিল। এর পানি খুবই সুমিষ্ট ছিল। মহানবী (সা.)-ও এর পানি পান করেন এবং (তা) পছন্দ করেন।

সেই ইহুদির বাড়িটি ছিল কপটদের আখড়া। মহানবী (সা.) সংবাদ পান যে, মুনাফিক বা কপটরা সেখানে সমবেত হচ্ছে আর তারা লোকজনকে অর্থাৎ মুসলমানদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে তাবুকের যুদ্ধে যেতে বাধা দিচ্ছে। মহানবী (সা.) হযরত আম্মার বিন ইয়াসের (রা.)-কে বলেন, তাদের কাছে যাও আর তাদের কাছে গিয়ে সেসব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা তারা বলেছে। যদি তারা একথা অস্বীকার করে তাহলে তাদের বলে দিও, আমি সংবাদ পেয়েছি যে, তোমরা এই এই (কথা) বলেছ। হযরত আম্মার (রা.) যখন সেখানে পৌঁছেন এবং সেসব কথা বলেন তখন তারা মহানবী (সা.)-এর সমীপে এসে ক্ষমা চাইতে আরম্ভ করে।

(আসসীরাতুন *নববীয়্যাত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৯৭) (আততাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৯০)*

তাদের এই অবস্থাকে আল্লাহ্ তা'লা এই বাক্যে বর্ণনা করেছেন যে,

يَحْذَرُ الْمُنٰفِقُوْنَ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُوْرَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ ۭ قُلِ اسْتَهْزِءُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُوْنَ ○ وَلَىِٕنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَنَلْعَبُ ۭ قُلْ اَبِاللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ وَرَسُوْلِهٖ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ ○ لَا تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ۭ اِنْ نَّعْفُ عَنْ طَاۗىِٕفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَاۗىِٕفَةًۢ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ○ (التوبہ:64تا66)

(সূরা তওবা: ৬৪-৬৬)

অর্থাৎ: মুনাফিকরা ভয় পায়, তাদের বিরুদ্ধে (আবার) কোন সূরা না অবতীর্ণ করে দেওয়া হয়, যা এদেরকে (অর্থাৎ মুসলমানদেরকে) তাদের মনের গোপন কথা জানিয়ে দিবে। তুমি বল, 'তোমরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করতে থাক। (অর্থাৎ, এরা ভয় পাওয়ার কথাও হাসি-ঠাট্টাচ্ছলেই করে থাকে) তোমরা যে বিষয়ের ভয় করছ নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রকাশ করে দিবেন।' তুমি তাদের জিজ্ঞেস করলে অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা যে কেবল খোশগল্প ও ক্রীড়াকৌতুকে মত্ত ছিলাম।' তুমি বল, 'তোমরা কি আল্লাহ্ এবং তাঁর নিদর্শনাবলী এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা কোন অজুহাত দেখিও না। নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছ। আমরা যদি তোমাদের এক দলকে মার্জনা করে দিই তাহলে অন্য একটি দলকে শাস্তিও দিতে পারি, কারণ তারা অবশ্যই অপরাধী।

যাহোক, এই ছিল তখনকার অবস্থা, (যুদ্ধে) যাবার পূর্বেই না যাওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল। মুনাফিকরাও তাতে জড়িত ছিল আর ইহুদিরা তাদেরকে প্ররোচিত করছিল। কতক অজুহাত দেখাতে থাকে আর পরবর্তীতে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-এর সমীপেও অজুহাত দেখায়। যাহোক, তিনি (সা.) তাদের বিষয়টি আল্লাহ্‌র হাতে সমর্পণ করেন।

মহানবী (সা.) যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেন আর মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছান তখন তিনি (সা.) বলেন, মদিনায় কতক লোক এমন আছে যারা প্রত্যেক সফর ও উপত্যকায় তোমাদের সাথে ছিল। সাহাবীরা

নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! তারা যদি মদিনায়ই থাকে– তাহলে কীভাবে (আমাদের) সাথে হলো? তিনি বলেন, ঠিকই বলেছ, তারা মদিনায়ই আছে কিন্তু কোন অজুহাত বা ব্যাধি তাদের আটকে রেখেছিল।

(মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২) (মুসনাদ আনিস বিন মালিক (রা.) হাদীস-১২০৩২) (মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৬৩)

এরা এমন মানুষ ছিল যাদের অজুহাতও সঙ্গত ছিল এবং তাদের ব্যাধি ছিল বা কোন সমস্যা দেখা দিয়েছিল যে কারণে তারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যেতে পারেন নি, তাই আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তোমাদের সাথেই রেখেছেন।

তাবুক থেকে প্রত্যাবর্তনের সফরে একবার মহানবী (সা.) বলেন, আমি দ্রুত যাচ্ছি, কাজেই তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা আমার সাথে দ্রুত আসুক আর যার ইচ্ছা থেকে যাক অর্থাৎ বিলম্বে আসুক। এরপর বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা যাত্রা করি– এমনকি আমরা মদিনা দেখতে পাই। তখন মহানবী (সা.) বলেন, এটি 'তা'বা' অর্থাৎ পবিত্র ও স্বাস্থ্যকর (জায়গা) আর এটি উহুদ, এটি এমন পাহাড় যা আমাদেরকে ভালোবাসে আর আমরাও একে ভালোবাসি। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, আনসারদের বাড়ি-ঘরের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বাড়ি হচ্ছে, বনু নাজ্জারের বাড়ি, এরপর বনু আব্দুল আশআল এর বাড়ি, এরপর বনু আব্দুল হারেস বিন খাযরাজ এর বাড়ি, এরপর বনু সায়েদার বাড়ি, এমনকি তিনি আনসারদের সব বাড়ি-ঘরকে উত্তম আখ্যায়িত করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্ (রা.) আমাদের সাথে এসে মিলিত হন (বর্ণনাকারী বলেন) তখন আবু উসায়েদ (রা.) বলেন, তুমি কি জানো, মহানবী (সা.) আনসারদের বাড়ি-ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন আর আমাদেরকে শেষভাগে রেখেছেন। হযরত সা'দ (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আনসারদের বাড়ি-ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছেন অথচ আমাদেরকে শেষভাগে রেখেছেন। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের জন্য কি এটি যথেষ্ট নয় যে, তোমরা কল্যাণপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত? এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত বা হাদীস।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল,হাদীস-১৩৯২)

(তাবুক থেকে) প্রত্যাবর্তনের সময় মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনাবাসী, নারী-পুরুষ এবং শিশুরা মদিনার বাইরে বা উপকণ্ঠে সানীয়্যাতুল বিদা'র কাছে আসে, অর্থাৎ সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল। সানীয়্যাতুল বিদা' মদিনার নিকবর্তী একটি স্থান আর মদিনা থেকে মক্কা গমনকারীদের এই স্থানে গিয়ে বিদায় জানানো হতো, এজন্য এই স্থানকে সানীয়্যাতুল বিদা' বলা হয়। জীবনচরিত রচয়িতাদের দৃষ্টিতে যখন মহানবী (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করে, কুবার দিক থেকে মদিনায় প্রবেশ করেন, মদিনার এই দিকেও সানীয়্যাতুল বিদা' ছিল। হযরত আয়েশা (রা.)'র রেওয়ায়েত অনুসারে সেখানে মদিনার শিশুরা মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানায় আর মেয়েরা এই গীত গাইছিল,

'তালআল বদরু আলাইনা মিন সানীয়্যাতিল বিদা'

ওয়াজাবাশ্ শুক রো আলাইনা মা দাআ' আলাল্লাহি দাআ'

অর্থাৎ, সানীয়্যাতু ল বিদা'র দিক থেকে পূর্ণিমার চাঁদ আমাদের ওপর উদিত হয়েছে, আর আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন আবশ্যক হয়ে গেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কোন না কোন আহ্বানকারী থাকবে। কয়েকজন হাদীসের ভাষ্যকার, যেমন বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি বুখারীর ভাষ্য বা ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। তাঁর ধারণা হলো, খুব সম্ভব হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত রেওয়ায়েতে যেসব পঙ্‌ক্তির উল্লেখ রয়েছে, যা আমি পাঠ করেছি, এর সম্পর্ক মহানবী (সা.)-এর তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ের সাথে হবে, কেননা তখন সানীয়্যাতুল বিদা'য় লোকেরা এবং শিশু-কিশোররা মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানিয়েছিল, কারণ সিরিয়া থেকে আগতদের এই স্থানেই স্বাগত জানানো হতো। মদিনাবাসীরা যখন মহানবী (সা.)-এর তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পায় তখন তারা আনন্দে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য মদিনার উপকণ্ঠে সেই স্থানে গমন করে, যেমনটি হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রা.) বর্ণনা করেন, আমার স্মরণ আছে, আমিও অন্যান্য শিশু-কিশোরদের সাথে মহানবী (সা.)-কে স্বাগত জানানোর জন্য সে সময় সানীয়্যাতুল বিদা'য় গিয়েছিলাম, যখন তিনি তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। ইমাম বায়হাকীও একথা বর্ণনা করেছেন যে, শিশু-কিশোররা মহানবী (সা.)-কে এসব পঙ্‌ক্তি পাঠের মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছিল যখন মহানবী (সা.) তাবুকের যুদ্ধ থেকে মদিনায় ফিরে এসেছিলেন।

(মুজামুল বালদান, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০০) (জুস্তজুয়ে মদীনা, পৃ: ৪০৩-৪০৪ থেকে চয়নকৃত, ওরিয়েন্টাল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০৭) (সীরাত খাতামান্নাবীঈন, মির্যা বশীর আহমদ এম.এ, পৃ: ২৬৭)

মোটকথা, ঐতিহাসিক এবং জীবনী লেখকদের উভয় প্রকার মতামত রয়েছে, অর্থাৎ কতকের মতে এটি মহানবী (সা.)-এর মদিনায় হিজরতের সময়কার এবং কতকের দৃষ্টিতে তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় এসব পঙ্‌ক্তি পাঠ করা হয়েছিল।

মহানবী (সা.) যখনই কোন সফর থেকে মদিনায় ফিরে আসতেন, প্রথমে মসজিদে গিয়ে দু'রাকাত নামায পড়তেন। এটিই তাঁর রীতি ছিল। অতএব তিনি যখন তাবুক থেকে ফিরে আসেন তখন তিনি চাশতের (নামাযের) সময় মদিনায় প্রবেশ করেন এবং প্রথমে মসজিদে দু'রাকাত নামায পড়েন।

[মুসনাদ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪১৪, মুসনাদ কাআব বিন মালিক (রা.), হাদীস-১৫৮৬৫]

নামাযান্তে লোকদের জন্য তিনি (সা.) মসজিদেই অবস্থান করেন (অর্থাৎ, দু'রাকাত নফল পড়ার পর সেখানেই উপবেশন করেন), তখন সেসব লোকও তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে পেছনে রয়ে গিয়েছিল আর কোন কারণ ছাড়াই পেছনে থেকে গিয়েছিল। তারা জেনেশুনে তাঁর (সা.) সামনে নিজেদের কোন না কোন অজুহাত উপস্থাপন করছিল, এমন লোকদের সংখ্যা ছিল আশির কাছাকাছি। সত্য কি তা জানা সত্ত্বেও মহানবী (সা.) তাদের বিভিন্ন অজুহাত, (তিনি জানতেন যে, এরা যেসব অজুহাত দেখাচ্ছে তা মিথ্যা অজুহাত, তা সত্ত্বেও) তাদের মনগড়া বিবরণ গ্রহণ করেন আর তাদেরকে উপক্ষো করেন এবং তাদের বয়আতও নেন এবং তাদের জন্য ইস্তেগফারও করতে থাকেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস কাআব বিন মালিক, হাদীস নং-৪৪১৮)

কিন্তু যেমনটি পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে, হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.) হযরত মুরারাহ্ বিন রবী' (রা.) এবং হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.) কোন মিথ্যা অজুহাত দেখান নি আর একারণে কিছুকাল তারা মহানবী (সা.)-এর অসন্তুষ্টিও সহ্য করেন, অনেক কান্নাকাটি করেন, আহাজারি করেন আর অনুশোচনার সাথে আল্লাহ্‌র সমীপে বিনত থাকেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে তাদের তওবা গ্রহণ করার ঘোষণাও প্রদান করেন।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন, হযরত মুরারা বিন রবী' আমরী (রা.)। হযরত মুরারা (রা.)'র পিতার নাম ছিল রবী' বিন আদী। তার পিতার নাম রবী' এবং রবীআ-ও বর্ণনা করা হয়। হযরত মুরারা বিন রবী' আমরী-র সম্পর্ক ছিল আনসারদের অওস গোত্রের বনু আমর বিন অওফ-এর সাথে। আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে তার সম্পর্ক বনু আমর বিন অওফ-এর মিত্র গোত্র কুযাআর সাথে ছিল। কুযাআ আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র, যাদের অবস্থান মদিনা থেকে দশ মাইল দূরের কুরা উপত্যকার সামনে মাদায়েনে সালেহ্-র পশ্চিমে।

(উসদুল গাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৯) (আল আসাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৫২) (ফরহঙ্গে সীরাত , পৃ: ২৩৭, যোয়ার একাডেমি পাবলিকেশন, করাচি, ২০০৩)

হযরত মুরারা (রা.) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ইমাম বুখারী ও সাহাবীদের জীবনচরিত সম্পর্কে রচিত পুস্তকাদিতে বদরের যুদ্ধে তার অংশগ্রহণের উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও ইবনে হিশাম বদরী সাহাবীদের তালিকায় তার নাম লিপিবদ্ধ করেন নি। তিনি সেই তিনজন আনসার সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা তাবুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি, যাদের উল্লেখ পূর্বে করা হয়েছে এবং যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এই আয়াতও অবতীর্ণ করেছেন-

وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوْا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

অর্থাৎ, আর আল্লাহ্ সেই তিনজনের তওবা গ্রহণ করে সদয় দৃষ্টিপাত

যুগ ইমাম-এর বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

করলেন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, এমনকি ভূপৃষ্ঠের বিশালতা সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের জন্য তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে পড়েছিল। আর তারা বুঝে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে বাঁচতে হলে তাঁর আশ্রয় ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নাই। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করলেন যেন তারা প্রত্যাবর্তন করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ই বারবার তওবাগ্রহণকারী, পরম দয়াময়।

(সূরা আত্‌তওবা: ১১৮)

যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পশ্চাতে থেকে যাওয়া এই তিনজন সাহাবী ছিলেন- হযরত কা'ব বিন মালেক (রা.), হযরত মুরারা বিন রবী' (রা.) এবং হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.)। আর তারা তিনজনই আনসারী সাহাবী ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযি, হাদীস-৪৪১৮) (উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৯)

এই প্রেক্ষিতে হযরত মুরার (রা.)'র পৃথক কোন বর্ণনা নেই। হযরত কা'ব বিন মালেক-এরই বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যা হযরত হেলাল বিন উমাইয়াহ্ (রা.) সম্পর্কে গত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি। তাই পুনরায় এখানে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে, তার নাম হলো হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)। তার ডাকনাম ছিল আবু আব্দুল্লাহ্ এবং আবু গাযওয়ান। হযরত উতবা বনু নওফেল বিন আবদে মানাফ গোত্রের মিত্র ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল গাযওয়ান বিন জাবের। হযরত উতবার ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্ ছাড়া আবু গাযওয়ানও বলা হয়ে থাকে- যেমনটি বর্ণিত হয়েছে। হযরত উতবা আরদা বিনতে হারেসকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন যে, আমি সেসব লোকের মাঝে সপ্তম ছিলাম যারা সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করে মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগ দিয়েছিল। ইবনে আসীর-এর মতে হযরত উতবা যখন ইথিওপিয়ায় হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। অপরদিকে ইবনে সা'দ এর মতে মদিনায় হিজরতের সময় তিনি চল্লিশ বছর বয়স্ক ছিলেন। যাহোক, তিনি যখন ইথিওপিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসেন, তখন মহানবী (সা.) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন। হযরত উতবা মহানবী (সা.)-এর সাথেই অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি হযরত মিক্বদাদ (রা.)-এর সাথে মদিনায় হিজরত করেন। তারা উভয়ে প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা,৫ম খণ্ড, পৃ: ১২৯) (আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৭২) (আমতাউল আসমা, ৬ষ্ঠ খণ্ড , পৃ: ৩৩১)

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত মিক্বদাদ বিন আসওয়াদ উভয়ের মদিনায় হিজরতের ঘটনার বর্ণনা হলো- মক্কা থেকে তারা উভয়ে মুশরেক কুরাইশদের সেনাদলের সাথে বের হন যেন মুসলমানদের সাথে যোগ দিতে পারেন। মহানবী (সা.) হযরত উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের একটি সেনাদল 'সানিয়্যাতুল মারআ' অভিমুখে প্রেরণ করেন। এটি রাবেখ শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৫৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আর মদিনা মুনাওয়ারা থেকে এর দূরত্ব প্রায় ২০০ কিলোমিটার। [মহানবী (সা.) এদিকে একটি অভিযাত্রী দল প্রেরণ করেন।] কুরাইশদের বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিল ইকরামা বিন আবু জাহল। এই উভয় দলের মাঝে একটি তীর বিনিময় ছাড়া কোন লড়াই হয় নি, যা হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস নিক্ষেপ করেছিলেন, আর খোদার পথে নিক্ষিপ্ত প্রথম তীর ছিল সেটি। সেদিন হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত মিক্বদাদ পালিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৪৮০-১৪৮১) (এটলাস সীরাতে নববী, পৃ: ১৯৬)

তারা সেই কাফেলায় কাফেরদের সাথে এসেছিলেন, কিন্তু যেমনটি ইতিপূর্বে হযরত মিক্বদাদ-এর স্মৃতিচারণে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি অপর দিকে চলে আসেন।

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali and family, Jamat Ahmadiyya Sian, (Birhum)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে সশস্ত্র জিহাদের সূচনা এবং মহানবী (সা.)-এর প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপের উল্লেখ করতে গিয়ে ইতিহাসের বিভিন্ন গ্রন্থের আলোকে বর্ণনা করেন যে, সশস্ত্র জিহাদের অনুমতি সম্পর্কে প্রথম কুরআনী আয়াত দ্বিতীয় হিজরী সনে সফর মাসের ১২ তারিখে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ-ঘোষণার যে ঐশী ইঙ্গিত হিজরতের মাঝে করা হয়েছিল, তার যথারীতি ঘোষণা দ্বিতীয় হিজরী সনের সফর মাসে করা হয়, যখন কিনা মহানবী (সা.) মদিনার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। আর এভাবে জিহাদের সূচনা হয়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কাফিরদের অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখার জন্য মহানবী (সা.) প্রাথমিকভাবে চারটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, যা তাঁর উন্নত রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং রণকৌশলের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ। আর সেসব পদক্ষেপ ছিল- প্রথমত তিনি (সা.) স্বয়ং সফর করে চতুষ্পার্শ্বের গোত্রগুলোর সাথে পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তি করতে আরম্ভ করেন যেন মদিনার আশপাশের এলাকা বিপদমুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষত সেসব গোত্রকে দৃষ্টিপটে রাখেন যারা কুরাইশদের সিরিয়ায় যাতায়াত পথ সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করত, কেননা যেমনটি সবাই অনুধাবন করতে পারে যে, এরা-ই সেসব গোত্র ছিল যাদের কাছ থেকে মক্কার কুরাইশরা মুসলমানদের বিপক্ষে বেশি সাহায্য লাভ করতে পারত এবং যাদের শত্রুতা মুসলমানদের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনতে পারত।

দ্বিতীয়ত তিনি (সা.) যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি খবর সংগ্রহকারী ছোট ছোট দল মদিনার বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করতে আরম্ভ করেন যেন কুরাইশ এবং তাদের মিত্রদের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। আর কুরাইশদেরও যেন এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে থাকে যে, মুসলমানরা অসতর্ক নয়। আর এভাবে মদিনা অতর্কিত আক্রমণের সংকট থেকে যেন মুক্ত থাকে।

মদিনায় পৌঁছানোর পর মহানবী (সা.) তৃতীয় যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, এসব দল প্রেরণের পেছনে তার একটি উদ্দেশ্য এটিও ছিল যে, এর মাধ্যমে মক্কা এবং এর আশপাশের দুর্বল এবং দরিদ্র মুসলমানদের যেন মদিনার মুসলমানদের সাথে যোগ দেওয়ার সুযোগ ঘটে। কেননা তখনও মক্কার আশপাশের অঞ্চলে এমন অনেক মানুষ ছিলেন যারা আন্তরিকভাবে মুসলমান ছিলেন কিন্তু কুরাইশদের অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে নিজেদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করতে পারছিলেন না আর নিজেদের দারিদ্র্য এবং দুর্বলতার কারণে হিজরত করার সামর্থ্যও তাদের ছিল না, কেননা কুরাইশরা এমন লোকদের হিজরত করতে জোরপূর্বক বাধা দিত। অতএব পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (النساء:76)

অর্থাৎ হে মু'মিনরা! খোদার ধর্মের সুরক্ষার্থে যুদ্ধ না করার তোমাদের কোন কারণ নেই। আর সেসব পুরুষ, নারী এবং শিশুদের জন্য, যারা দুর্বল অবস্থায় রয়েছে এবং দোয়া করছে যে, হে আমাদের প্রভু! আমাদেরকে এই শহর থেকে মুক্তি দাও যার অধিবাসীরা অত্যাচারী। আর আমাদের মতো দুর্বলদের জন্য নিজের পক্ষ থেকে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী প্রেরণ কর।

(সূরা আন্ নিসা: ৭৬)

অতএব এসব দল প্রেরণের পেছনে এটিও একটি উদ্দেশ্য ছিল, যেন এমন লোকেরা অত্যাচারী জাতির কাছ থেকে মুক্তি লাভের সুযোগ পায়। অর্থাৎ এমন লোকেরা যেন কুরাইশদের কাফেলার সঙ্গী হয়ে মদিনার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবং এরপর পালিয়ে এসে মুসলমানদের সাথে যোগদান করতে পারে। অতএব হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন- ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে, প্রথম যে দলটিকে মহানবী (সা.) উবায়দা বিন আল্‌হারেস-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেছিলেন এবং যেটি ইকরামা বিন আবু জাহল-এর একটি দলের মুখোমুখি হয়েছিল, সেখানে মক্কার দু'জন দুর্বল মুসলমান, যারা কুরাইশদের সাথে এসেছিল, কুরাইশদের পরিত্যাগ করে মুসলমানদের সাথে এসে যোগ দেয়। অতএব রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, এই অভিযানে মুসলমানদের বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর মুখোমুখি হলে দু'ব্যক্তি- মিক্বদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.), যারা বনু যোহরা এবং বনু নওফেল-এর মিত্র ছিলেন, মুশরিকদের কাছ থেকে পালিয়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগদান করেন। তারা উভয়ে মুসলমান ছিলেন এবং কেবলমাত্র কাফিরদের আড়াল নিয়ে মুসলমানদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্যই বের হয়েছিলেন। অতএব এসব দল প্রেরণের পেছনে মহানবী

(সা.)-এর একটি উদ্দেশ্য এটিও ছিল যেন এমন লোকেদের অত্যাচারী কুরাইশদের কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার এবং মুসলমানদের সাথে যোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ হতে থাকে।

তিনি (সা.) চতুর্থ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি কুরাইশদের সেসব ব্যবসায়িক কফেলাকে বাধা দেওয়া আরম্ভ করেন, যারা মক্কা থেকে সিরিয়ায় আসা যাওয়ার পথে মদিনার পাশ দিয়ে অতিক্রম করত। কেননা প্রথমত এসব কাফেলা যে দিক দিয়েই যেত, মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করতে থাকত আর একথা স্পষ্ট যে, মদিনার আশপাশে ইসলামের শত্রুতার বীজ বপিত হওয়া মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ছিল।

দ্বিতীয়ত এসব কাফেলা সর্বদা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত থাকত। আর সবাই অনুধাবন করতে পারে যে, এ ধরনের কাফেলার মদিনার এত নিকট দিয়ে যাওয়া মোটেই আশঙ্কামুক্ত ছিল না। আর তৃতীয়ত কুরাইশরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করত। এরূপ পরিস্থিতিতে কুরাইশদের দুর্বল করা ও তাদেরকে তাদের অত্যাচারী কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা এবং সন্ধি করতে বাধ্য করার জন্য সবচেয়ে যুক্তিযুক্ত এবং কার্যকর মাধ্যম ছিল তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ করে দেওয়া। অতএব ইতিহাস সাক্ষী যে, কুরাইশরা যেসব কারণে অবশেষে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছে তার মাঝে অনেক বড় একটি কারণ ছিল তাদের বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ হওয়া হওয়া। অতএব এটি অত্যন্ত কার্যকরী পদক্ষেপ ছিল, যা যথাসময় কার্যকরী ফল বয়ে এনেছে।

এছাড়া আরেকটি কারণ হলো, কুরাইশদের এসব কাফেলার লভ্যাংশের অর্থ অধিকাংশ সময় ইসলামকে নির্মূল করার প্রচেষ্টায় ব্যয় করা হতো। বরং কোন কোন কাফেলা বিশেষভাবে এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করা হতো যে, তাদের লভ্যাংশের পুরো অর্থ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। এরূপ পরিস্থিতিতে সবাই বুঝতে পারবে যে, এসব কাফেলাকে বাধাগ্রস্ত করা কতটা যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য ছিল।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৩-৩২৪)

উবায়দা বিন হারেস (রা.)-এর অভিযান, যাতে হযরত উতবা কুরাইশদের বাহিনী ছেড়ে মুসলমানদের সাথে এসে যোগদান করেছিলেন, এর বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা এরূপ, (এর কিছু অংশ বিগত কোন খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি। তথাপি এখানেও কিছুটা বলে দিচ্ছি,) দ্বিতীয় হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের শুরুর দিকে তিনি (সা.) তাঁর একজন নিকটাত্মীয় উবায়দা বিন হারেস মুত্তালবী (রা.)'-র নেতৃত্বে ষাটজন উষ্ট্রারোহী মুহাজিরদের একটি দল প্রেরণ করেন।এই অভিযানেরও উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কুরাইশদের আক্রমণ প্রতিহত করা। এটি সীরাত খাতামান্নবীঈন পুস্তকেরই উদ্ধৃতি দিচ্ছি। অতঃপর উবায়দা বিন আল্ হারেস (রা.) এবং তার সঙ্গীরা কিছুদূর পথ পাড়ি দিয়ে সানীয়্যাতুল মারআ-এর কাছাকাছি পৌঁছলে হঠাৎ তারা দেখতে পান, অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত কুরাইশদের দু'শ যুবক ইকরামা বিন আবু জাহলের নেতৃত্বে শিবির স্থাপন করে আছে। উভয় পক্ষ পরস্পরের মুখোমুখি হয় এবং একে অপরের বিরুদ্ধে কিছুটা তীর ছোড়াছুড়িও হয়। কিন্তু এরপর মুসলমানদের পেছনে অতিরিক্ত বাহিনী আছে ভেবে ভয়ে মুশরিকদের দল যুদ্ধ করা থেকে পিছপা হয়ে যায় আর মুসলমানরাও তাদের পিছু ধাওয়া করে নি। যদিও মুশরিকদের সেনাদল থেকে দু'জন- মিকদাদ বিন আমর এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) ইকরামা বিন আবু জাহলের সেনাদল থেকে নিজেরাই পালিয়ে মুসলমানদের দলে এসে যোগদান করেন। আর লিখিত আছে যে, সুযোগ বুঝে মুসলমানদের দলে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তারা কুরাইশদের সাথে বেরিয়েছিলেন। তারা মনে মনে মুসলমান ছিলেন কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে আর কুরাইশদের ভয়ে হিজরত করতে পারছিলেন না। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিশ্লেষণ করেন যে, সম্ভবত এই ঘটনা-ই কুরাইশদের মনোবল ভেঙে দিয়েছিল এবং তারা এটিকে অশুভ লক্ষণ মনে করে পিছপা হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসে এর উল্লেখ নেই যে, কুরাইশদের এই বাহিনী, যেটি নিছক কোন বাণিজ্যিক কাফেলা ছিল না এবং যেটি সম্পর্কে ইবনে ইসহাক জাম্য়ে আযীম অর্থাৎ বিশাল সেনাবাহিনী শব্দ ব্যবহার করেছেন, সেটি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে এদিকে এসেছিল কিনা। কিন্তু এতটুকু নিশ্চিত যে, তাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল না। আর এটি আল্লাহ্ তা'লারই কৃপা ছিল যে, মুসলমানদের সতর্ক দেখতে পেয়ে এবং নিজেদের কতককে মুসলমানদের দলে যোগ দিতে দেখে তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে এবং ফিরে যায়। আর এই অভিযানের ফলে সাহাবীদের তাৎক্ষণিক যে লাভ হয় তা হলো, কুরাইশদের অত্যাচার নিপীড়ন থেকে দু'টি মুসলমান প্রাণ মুক্তি লাভ করে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩২৮-৩২৯)

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) এবং তার মুক্ত ক্রীতদাস খাব্বাব (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনা অভিমুখে হিজরত করেন, তাবাকাতুল কুবরা গ্রন্থে এই রেওয়ায়েতও বর্ণিত হয়েছে যে, তখন কুবায় তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালমা আজলানী (রা.)'-র গৃহে অবস্থান করেন এবং হযরত উতবা যখন মদিনা পৌঁছান তখন তিনি হযরত আব্বাদ বিন বিশর (রা.)'-র গৃহে অবস্থান করেন। মহানবী (সা.) হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত আবু দাজানা'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩) (আসসীরাতুন নবুবীয়্যাত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২২০)

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) সম্পর্কে আরো কিছু রেওয়ায়েত রয়েছে যা ইনশাআল্লাহ্ তা'লা পরবর্তীতে উপস্থাপন করব।

এখন আমি প্রথমত এই ঘোষণা করতে চাই যে, দৈনিক আল্ ফযল-এর ওয়েব সাইট আরম্ভ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ঘোষণা প্রদান করব। অনুরূপভাবে দু'টি জানাযাও রয়েছে, সেই মরহুমদেরও স্মৃতিচারণ করব।

দৈনিক আল্ ফযল এর ১০৬ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে লন্ডন থেকে দৈনিক আল্ ফযল অনলাইন সংস্করণের সূচনা হচ্ছে। আর এই দৈনিক পত্রিকা আল্ ফযল আজ থেকে ১০৬ বছর পূর্বে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর অনুমতি ও দোয়ার মাধ্যমে ১৮ই জুন ১৯১৩ সনে প্রকাশ করা আরম্ভ করেছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কিছুদিন এটি লাহোর থেকে প্রকাশিত হতে থাকে, এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর নেতৃত্বে এটি রাবওয়া থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এই প্রাচীনতম উর্দূ দৈনিক পত্রিকা আল্ ফযল-এর অনলাইন সংস্করণ লন্ডন থেকে ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে আরম্ভ হচ্ছে। আজ ইনশাআল্লাহ্ এর উদ্বোধন হবে যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বত্র সহজলভ্য হবে। এর ওয়েব সাইট alfazlonline.org প্রস্তুত হয়ে গেছে এবং প্রথম সংখ্যাও এতে পাওয়া যাচ্ছে। এখানে আমাদের কেন্দ্রীয় যে আই.টি টিম রয়েছে তারা এর জন্য অনেক কাজ করেছে।

এর মাঝে আল্ ফযলের গুরুত্ব ও কল্যাণরাজি সম্পর্কিত অনেক কিছুই রয়েছে। 'মহান আল্লাহ্র বাণী' বিষয়বস্তুর অধীনে পবিত্র কুরআনের আয়াতও দেওয়া হবে আর মহানবী (সা.)-এর বাণীর অধীনে হাদীসও থাকবে এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অমৃত বাণী সম্বলিত উদ্ধৃতিও থাকবে। অনুরূপভাবে কতক আহমদী প্রবন্ধকারের প্রবন্ধ এবং অন্যান্য যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে, সেগুলোও এখানে থাকবে। আহমদী কবিদের কবিতাও এখানে থাকবে। এই পত্রিকা ওয়েব সাইট ছাড়া টুইটারেও রয়েছে আর এর এন্ড্রয়েড এ্যাপও তৈরি হয়ে গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সকল ক্ষেত্রে এখন যেহেতু এর দৈনিক সংস্করণ সহজলভ্য তাই যারা উর্দূ পড়তে পারেন তাদের এটি থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে প্রবন্ধকার এবং কবিগণও নিজেদের লেখনীর মাধ্যমে এটিকে সহায়তা করুন যেন উৎকৃষ্ট এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধ এতে প্রকাশ করা যায়। এই ওয়েব সাইটে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা পি.ডি.এফ আকারে ইমেজ ফাইলও থাকবে যা সরাসরি পাঠ করার পাশাপাশি ডাউনলোডও করা যাবে অথবা যারা প্রিন্ট করে পড়তে চায় তারাও পড়তে পারবে। যাইহোক, আজ এটির উদ্বোধন হবে ইনশাআল্লাহ্। অনুরূপ ভাবে প্রতি সোমবার এই ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ জুমুআর খুতবা প্রকাশ

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Alam and family, Dhantala, Jalpaiguri District

করা হবে এবং চলতি সপ্তাহের খুতবার সারাংশও দেওয়া হবে। ইনশাআল্লাহ্ জুমু'আর পর এটির উদ্বোধন হবে।

আজ আমি দু'জন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব এবং তাদের জানাযাও পড়াব ইনশাআল্লাহ্। তাদের মাঝে প্রথমজন হলেন, শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা তানভীরুল ইসলাম সাহেবার জানাযা, যিনি মরহুম মুকাররম মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের সহধর্মীনি ছিলেন। গত ৭ই ডিসেম্বর ৯১ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসীয়া ছিলেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো-তার পিতার নাম ছিল মীর আব্দুস্সালাম। তিনি (মরহুমা) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুরনো নিষ্ঠাবান সাহাবী হযরত মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রা.)'-র প্রপৌত্রি ছিলেন, হযরত সৈয়্যদ মীর হামেদ শাহ্ সাহেবের পৌত্রি ছিলেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধু ছিলেন।

হযরত মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রা.)একজন বিখ্যাত সাহাবীও বটে। তিনি ১৮৩৯ সালে শিয়ালকোটে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে খুবই সুপরিচিত হেকিম ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন শিয়ালকোটে অবস্থান করছিলেন তখন হেকীম সাহেব ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র দিতেন। সে যুগে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তার গৃহের একটি অংশে বসবাসও করেছেন আর ১৮৭৭ সালে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শিয়ালকোটে আসেন তখন হেকীম সাহেবের গৃহে একটি নিমন্ত্রনের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেই যুবক বয়সের আদর্শ এরূপ পূতঃপবিত্র ছিল যে, যখন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) দাবি করেন তখন যারা পবিত্রচেতা এবং পুণ্য প্রকৃতির ছিলেন এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচক্ষণতার নূর থেকে অংশ লাভকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তারা তাঁকে (আ.) গ্রহণ করেন আর শিয়ালকোটের যে বন্ধুরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -কে গ্রহণ করেছিলেন তাদের মাঝে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এই পরিবারটিও সর্বাগ্রে ছিল।

(আহমদ আলাইহিস সালাম-এর জীবনী (অপ্রকাশিত), সংকলক মাননীয় সৈয়্যদ রশীদ মুবাশ্বের আয়ায সাহেব, ২য় খণ্ড , পৃ: ৪৬৮)

১৮৯০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর মীর হুসামুদ্দীন সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন। বয়আতের রেজিস্টার অনুযায়ী তার নম্বর হলো, ২১৩ এবং তাঁর স্ত্রী ফিরোজা বেগম সাহেবার নম্বর ২৪৬, যিনি ১৮৯২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি বয়আত করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় পুস্তকে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন, যেমন ইযালায়ে আওহাম, আসমানী ফয়সালা, আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, তোহফায়ে কায়সারিয়া, সিরাজুম মুনীর, কিতাবুল বারিয়্যা, হকীকাতুল ওহী এবং মলফুযাতের পঞ্চম খণ্ডের অনেক জায়গায় তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারী, জলসায় অংশগ্রহণকারী, হীরক জয়ন্তী জলসার চাঁদাদাতা এবং শান্তিপূর্ণ জামা'তের সদস্য হিসেবে তার নাম উল্লেখ করেছেন।

(তিনশ তেরা আসহাব, সিদ্ক ও সফা, সংকলক- নাসরুল্লাহ্ খান নাসের, আসিম জামালী, পৃ: ৪২-৪৩)

মোটকথা শ্রদ্ধেয়া সৈয়্যদা তানভীরুল ইসলাম সাহেবা তারই বংশধর ছিলেন এবং তিনি ১৯২৮ সালে শিয়ালকোটে জন্মলাভ করেন আর ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মির্যা হাফিয আহমদ সাহেবের সাথে তার বিয়ে হয়। আর এভাবে তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধু হন। ১৯৫৬ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে প্রায় ৪৮ বছর তিনি কেন্দ্রীয় লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রদর্শনী সেক্রেটারী হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। একইভাবে তার আরো অনেক সেবা রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র সাথে তার খুবই স্নেহসুলভ সম্পর্ক ছিল। তাহাজ্জুদ পড়ার বিষয়ে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। বরং তার গৃহকর্মী বলেছে, যে রাতে তিনি মারা যান সে রাতেও তিনি ৩টার দিকে তাহাজ্জুদ নামায পড়েন এবং এরপর ঘুমিয়ে পড়েন আর এ অবস্থায়-ই তার মৃত্যু হয়। তার কন্যা বলেন, আমাকে তিনি বলতেন, বিয়ের পর আমি যখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর পুত্রবধু হয়ে এই পরিবারে আসি তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) এবং হযরত উম্মে নাসের আমাকে এমন আদর, স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়েছেন যে, আমি পিত্রালয়ের কথা একেবারেই ভুলে যাই। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)'র অনেক কথাই তার স্মরণে ছিল আর তার স্মরণশক্তি প্রখর ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন, দয়া করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হবে আমেরিকা নিবাসী আমাদের মরহুমা সিস্টার হাজাহ্ শাকুরা নূরিয়া সাহেবার, যিনি ১লা ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। । ১৯২৭ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ওয়াশিংটে ডিসি'তে তার প্রাথমিক জীবন কাটে। ১৯৬০ এর দশকে তিনি মাধ্যমিক উচ্চ বিদ্যালয়ে ইতিহাসের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীত তিনি ওয়ার্ল্ড হিস্টোরী বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। অবসর গ্রহণের পর তার প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী হওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যখন তিনি জানতে পারেন যে, হযরত ঈসা (আ.) খোদার পুত্র নন তখন তিনি অন্য পথ অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন আর এরপর ১৯৬৮ সনে তিনি যথারীতি চার্চে যাওয়াও বন্ধ করে দেন। আমেরিকা, ম্যাক্সিকো এবং কানাডায় সফর করার পর তিনি আফ্রিকায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার জন্য এক বছরের ছুটি নেন। এরপর তিনি ইউরোপও সফর করেন। মনের মাঝে জাগ্রত হওয়া ধর্মীয় বিভিন্ন প্রশ্ন এবং সমস্যাদির সমাধানের সন্ধানে থাকতেন।

ওয়াশিংটন ডিসি'তে ফিরে আসার পর তিনি ইসলামের সাথে পরিচিত হন। বিমানবন্দরে তার এক বন্ধুর ছেলের সাথে আকস্মিকভাবে তার সাক্ষাত হয় যিনি কিছু দিন পূর্বে আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। ওই সময় সেখানে শ্রদ্ধেয় মীর মুহাম্মদ আহমদ নাসের সাহেব অবস্থান করছিলেন। তার সাথে (অর্থাৎ, সেই নবাগত আহমদীর সাথে) সাক্ষাতের জন্য মুবাশ্বের সাহেবের সাথে শ্রদ্ধেয় মীর মুহাম্মদ আহমদ নাসের সাহেবও বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। কাজেই তখন তার সাথেও পরিচয় হয়। তারা তাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবগত করেন। পরবর্তীতে এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং ধীরে ধীরে তিনি ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন আর তিনি যে বিশ্বাসের সন্ধানে ছিলেন তা তিনি ইসলামের মাঝে দেখতে পান। ১৯৭৯ সনে স্বপ্নে তিনি একটি পবিত্র কুরআন ও কলেমা শাহাদাত দেখতে পান। এরপর তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীয়াত তথা ইসলামই সত্যিকার ধর্ম। তাই তিনি বয়আত করেন। বয়আত করার পর তিনি বিভিন্ন পদে থেকে জামা'তের সেবা করেছেন। লাজনাইমাইল্লাহ্ আমেরিকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি শুধু অংশগ্রহণই করতেন না বরং সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। ১৯৮৬ সনে তিনি ওয়াশিংটন ডিসি মজলিসের স্থানীয় প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন, এখানে তিনি পাঁচ বছর পর্যন্ত স্বীয় দায়িত্ব পালন করেন এবং একইভাবে তিনি ন্যাশনাল নায়েব সদর হিসেবেও সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিভাগে সেবা করার সুযোগ পান। ১৯৯৫ সনে তিনি হজ্জব্রত পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)'র নির্দেশনা ও পথনির্দেশ অনুসারে পবিত্র কুরআনের পাঁচ খণ্ড বিশিষ্ট যে তফসীর রয়েছে 'ফাইভ ভলিউম কমেন্টারী', এর জন্য ১১৮ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট সূচীপত্র প্রনয়ণকারী টিমে তিনিও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন আর তা প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লাজনা ইমাইল্লাহ, জামা'ত এবং মজলিসের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর তিনি প্রবন্ধ লিখেছেন। ১৯৯৭-১৯৯৮ সনে আতফালদের জন্য প্রত্যেক রবিবার ধর্ম-শিক্ষার ক্লাস চালু করেন। নাসেরাতের জন্য আহমদী সামার ক্যাম্প বা গ্রীষ্মকালীন শিবিরে কাউন্সিলর হিসেবে সেবা প্রদানের সুযোগ পেয়েছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে তিনি আহমদীয়া ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট্স কমিটিতেও সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন, যেখানে তিনি অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে আহমদীদের ওপর যে যুলুম ও নির্যাতন হচ্ছে এ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত নির্ভর ডকুমেন্ট প্রস্তুত করেন।

সেখানকার মুবাল্লিগ মুকার্রম শামশাদ নাসের সাহেব লিখেন, কিন্তু এসব কাজের চেয়েও বড় যে বিষয়টি তিনি বলতেন তা হলো, তবলীগ করা হলো তার প্রথম পছন্দের কাজ আর সব সময় তবলীগ করাকেই প্রাধান্য দিতেন। বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্র ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। রেডিও এবং টেলিভিশনের

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও তিনি তবলীগ করতেন। নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং বিভিন্ন গীর্জায় গিয়েও তবলীগি অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতেন। জামা'তের সাহিত্য এবং বই-পুস্তক বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মাঝে বিতরণ করার জন্যও তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিতেন। এটি শামশাদ সাহেবের রিপোর্ট ছিল না বরং অন্য একটি সূত্র থেকে এসেছে। শামশাদ সাহেব যা লিখেছেন তা হলো, বোন শাকুরা নূরিয়া সাহেবা পর্দার বিষয়ে খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি সর্বদা পাকিস্তানী রীতির বোরকা পরিধান করতেন আর কোন কাজের ক্ষেত্রে তার বোরকা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি। জামা'তী কাজের জন্য বিভিন্ন সময় তাকে সরকারী সিনেটর, কংগ্রেসম্যান প্রমুখ লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হতো আর সেখানেও তিনি বোরকা পরিধান করেই যেতেন আর সব কাজ সুন্দরভাবে সমাধা করতেন। তবলীগের কাজে মুবাল্লিগদেরকে অনেক সহযোগিতা করতেন। শামশাদ সাহেব বলেন, আমি যখন এখানে নতুন আসি তখন আমার সাথে বসে আমাকে আমেরিকার ইতিহাস অবগত করেন আর কাজের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতেন। তিনি আরো লিখেন, খিলাফতের প্রতি তার অসাধারণ সম্মান ছিল এবং ঐকান্তিক সম্পর্ক ছিল। গতবছর ২০১৮ সনে আমি যখন আমেরিকা গিয়েছিলাম, তখন অসুস্থতা সত্ত্বেও হুইল চেয়ারে বসে অনেক কষ্ট করে সাক্ষাতের জন্য আসেন। খুতবা নিয়মিত শুনতেন। শুরুতে যখন এমটিএ ছিল না আর ক্যাসেটের মাধ্যমে খুতবা পাওয়া যেত তখন খুতবার ইংরেজী অনুবাদ করার ক্ষেত্রে তিনি অনেক সহায়তা করতেন। পাঁচবেলার নামায বাজামা'ত আদায়ে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি লিখেন, আমি যখনই তাকে দেখেছি, তখন মসজিদেই দেখেছি আর মসজিদে নিয়মিত বাজামা'ত নামাযে অংশ নিতেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, তার মর্যাদা উন্নীত করুন আর সেবার প্রেরণায় সমৃদ্ধ এবং আন্তরিক এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লা জামা'তে আরো অধিক দান করুন। (আমীন)

ভিন জাতিতে বিবাহ

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"আমাদের জাতিতে এও একটি কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যার কারণে তারা ভিন জাতিতে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া পছন্দ করে না। শুধু তাই নয়, যতদূর সম্ভব হয় ভিন জাতির মেয়ে বিবাহ করাও পছন্দ করে না। এটি প্রকাশ্য ঔদ্ধত্য ও অহংকারপূর্ণ আচরণ যা ইসলামের শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সকল আদম সন্তান আল্লাহ্‌র বান্দা। বিবাহ-সম্পর্ক তৈরী করার সময় যেটি দেখার বিষয় তা হল যার সঙ্গে নিকাহ করা হচ্ছে সে পুণ্যবান/পুণ্যবতী কি না আর সে এমন কোন পরীক্ষায় নিপতিত নয় তো যা বিশৃঙ্খলার কারণ হতে পারে? আর স্মরণ রাখা উচিত, ইসলামে জাতিভেদের কোনও স্থান নেই, কেবল তাকওয়া এবং পুণ্যকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'ইন্না আকরামাকুম ইন্দাল্লাহি আত্‌কাকুম'। অর্থাৎ তোমাদের মাঝে সেই ব্যক্তি খোদা তা'লার নিকট সর্বাপেক্ষা সম্মানীয় যে অধিক মুত্তাকি।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৪৮-৪৯)

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

হুযুর আনোয়ারকে পত্র প্রেরণের নতুন ঠিকানা

জামাতের সদস্যগণ অবগত আছেন যে, সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) কয়েক মাস থেকে মসজিদ ফযল থেকে নতুন কেন্দ্র ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড স্থানান্তরিত হয়েছেন। যে সমস্ত সদস্য হুযুরকে ডাক যোগে দোয়ার পত্র লেখেন, তাদেরকে এখন থেকে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় চিঠি পাঠানোর অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ISLAMABAD, 2, SHEEPHATCH LANE,
TILFORD SURREY GU10 2AQ
UNITED KINDOM

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায় যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

ড্রাইভার হিসেবে খিদমতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা

সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এ ড্রাইভারের পদ শূন্য রয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি ড্রাইভার হিসেবে খিদমত করতে ইচ্ছুক তারা নিজেদের আবেদনপত্র দুই মাসের মধ্যে নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ায় প্রেরণ করুন। শর্তাবলী নিম্নরূপ।

১) প্রত্যাশীর কাছে ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গাড়ি চালানোর অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকতে হবে।২) জন্ম-শংসাপত্র থাকা আবশ্যক। ৩) প্রত্যাশীকে নিযুক্তি বোর্ডের ইন্টারভিউ-এ উত্তীর্ণ হতে হবে। ৪) কাদিয়ানের নুর হাসপাতাল থেকে মেডিক্যাল ফিটনেস সার্টিফিকেট অনুসারে সুস্থ ও সবল হিসেবে প্রমাণ করতে হবে। ৫) দ্বিতীয় শ্রেণীর সমান ভর্তুকি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। ৬) প্রত্যাশীকে কাদিয়ান যাতায়াতের খরচ নিজেকে বহন করতে হবে। ৭) প্রত্যাশীকে কাদিয়ানে থাকার ব্যবস্থা নিজেকে করতে হবে।

নোট: আবেদন ফর্ম নাযারত দিওয়ান সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া থেকে সংগ্রহ করুন।

(নাযির দিওয়ান, কাদিয়ান)

বিস্তারিত জানার জন্য এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন:
নাযারত দিওয়ান কাদিয়ান, সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান
(Ph) 01872-501130 (Mob) 9877138347, 9646351280
E-mail: diwan@qadian.in

১ম পাতার শেষাংশ...

নিবদ্ধ করলে জানা যায় যে উভয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা দুটি চিত্র প্রদর্শন করেছেন। প্রথম আয়াতে সেই যুগে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে যে যুগে আমাদের নবী করীম (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ও যেহেতু পৃথিবীর অবস্থা অত্যন্ত করুণ ছিল। নৈতিকতা, পুণ্যকর্ম, যুক্তিসঙ্গত ধর্মমত- এসব কিছুর নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গিয়েছিল। এই কারণেই একে কৃপাধন্য জাতি নামে অভিহিত করা হয়েছে। কেননা, সেই সময় ঐশী কৃপার একান্ত প্রয়োজন ছিল। এজন্য আঁ হযরত (সা.) কে বলা হয়েছে- مَا اَرۡسَلۡنٰكَ اِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعٰلَمِيۡنَ অর্থাৎ আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য কেবল রহমত স্বরূপই প্রেরণ করেছি।

(সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ১০৮)

দয়ার পাত্র সেই ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে সর্প-উপদ্রুত এক ভূ-খণ্ডের উপর দিয়ে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অর্থাৎ যাকে পদে পদে ভয়াবহ বিপদ ও সংকটের মুখে পড়তে হয়। কাজেই কৃপাধন্য জাতি এজন্যই বলা হয়েছে যে এই জাতির অবস্থা অত্যন্ত দয়নীয় ছিল। মানুষকে যখন কোন কঠিন কাজ দেওয়া হয় তখন সেই জটিলতা দয়নীয় হয়ে ওঠে। আঁ হযরত (সা.)কে সেই সব লোকদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যারা ছিল দুরাচারী, দুর্বৃত্তপরায়ণ এবং ঘোর পাপাসাক্ত। কিন্তু যেভাবে আঁহযরত (সা.) নিজেকে অদক্ষ এবং পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে নিরক্ষর হিসেবে বর্ণনা করেছেন, নিরক্ষর ব্যক্তিরা যেমন কুচক্রী ও দুষ্টপ্রকৃতির মানুষের সম্মুখীন হয়। এই কারণেই একে কৃপাধন্য জাতি বলা হয়েছে। মুসলমানদের কতই না আনন্দিত হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে তাঁর কৃপা লাভের যোগ্য মনে করেছেন। পূর্বে ঐশী-পুরুষ ও নবীগণ এমন সময় আবির্ভূত হতেন যখন কি না মানুষ প্রতারণা ও ছলচাতুরী সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিল। যাদের মধ্যে অনেকে স্বজাতিতেই প্রেরিত হতেন। কিন্তু এখন মানুষ প্রতারণা, জাগতিক কলা-কৌশল, যুক্তিবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অপরদিকে সাধু ও সত্যবাদীদের পার্থিব জ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা খুবই কম থাকে। জাগতিক জটিলতা ও চাতুরী থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করেন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হে ঈসা! তোমার পর আমি এমন এক জাতি সৃষ্টি করতে চলেছি, যারা হবে বিবেক-বুদ্ধি শূন্য। অর্থাৎ নিরক্ষর হবে। তিনি (আ.) বললেন, كَيۡفَ يَعۡرِفُوۡنَكَ؟ হে আল্লাহ্ তারা যদি বিবেক-বুদ্ধি শূন্য হয়, তবে তোমাকে কিভাবে চিনবে? আল্লাহ্ তা'লা উত্তর দিলেন, 'আমি তাদেরকে নিজের বিবেক-বুদ্ধি দান করব।' (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৬-১০৯)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

জুমআর খুতবা

হে লোকসকল! তোমরা কি বুঝতে পারছ যে, এই অঙ্গীকারের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে এখন তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় সকল শ্রেণির মানুষের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।..... আর সকল প্রকারের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এতে লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এর বিনিময়ে আমাদের কী লাভ হবে? মহানবী (সা.) বললেন: তোমরা খোদা তা'লার জান্নাত লাভ করবে, যা তাঁর সব পুরস্কারের চেয়ে বড় পুরস্কার। সবাই বললেন, এই ব্যবসায় আমরা একমত। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। হুযূর (সা.) হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর এই নিবেদিতপ্রাণ সত্তর জনের একটি দল আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে হুযুরের (সা.) হাতে বিক্রি হয়ে গেলেন।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক রসুল করীম (সা.)-এর বদরী সাহাবী হযরত উতবা বিন গাযওয়ান এবং হযরত সাদ বিন উবাদা রাযিআল্লাহু আনহুমা-র পবিত্র জীবনালেখ্য। আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ-এর নাখলার উদ্দেশ্যে 'সারিয়া' অভিযান, বাসরা শহরের গোড়াপত্তন এবং আকাবাহ্‌র দ্বিতীয় বয়আত-এর ঈমান উদ্দীপক বর্ণনা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ মুবারক , ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড,(ইউকে) থেকে প্রদত্ত ২০ ডিসেম্বর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২০ ফাতাহ, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় সাহাবীদের স্মৃতিচারণে হযরত উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রা.)-সম্পর্কে আলোচনা চলছিল এবং যা শেষ হয় নি অর্থাৎ এ প্রসঙ্গে আরো কিছু বিষয়াদী রয়েছে, যা এখন বর্ণনা করবো।

২য় হিজরী সনে মহানবী (সা.) তাঁর ফুফাতো ভাই হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.)-এর নেতৃত্বে নাখলা অভিমুখে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। হযরত উতবাহ্ (রা.)ও এই অভিযানের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। একজন সাহাবীর বরাতে পূর্বেও এই অভিযানের কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, এখন আবার কিছুটা সংক্ষেপে তা বলে দিচ্ছি। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন,

মহানবী (সা.) খুব কাছে থেকে কুরাইশদের গতিবিধির ওপর দৃষ্টি রাখার সিদ্ধান্ত নেন যাতে এ সম্পর্কে সব ধরণের প্রয়োজনীয় সংবাদ সময়মত পাওয়া যায় এবং সব ধরনের অতর্কিত আক্রমণ থেকে মদিনা নিরাপদ থাকে। কাজেই এই উদ্দেশ্যে তিনি (সা.) আটজন মুহাজিরের একটি দল গঠন করেন। কৌশলগত কারণে এই দলে এমন লোকদের রাখেন যারা কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতো– যাতে কুরাইশদের গোপন অভিসন্ধি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করা সহজতর হয় এবং তিনি তাঁর ফুপাতো ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহ্‌শ (রা.)-কে এই দলের নেতা নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) এই অভিযান পরিচালনার সময় এই অভিযানের আমীরকেও একথা বলেন নি যে, তোমাদেরকে কোথায় এবং কি উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। যাত্রাকালে তার হাতে একটি সিলগালা করা মুখবন্ধ চিঠি দেন এবং বলেন, এই পত্রে তোমাদের জন্য নির্দেশনা লেখা আছে। তিনি (সা.) বলেন, মদিনা থেকে দু'দিনের পথ পাড়ি দেওয়ার পর এই চিঠিটি খুলে এতে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে কাজ করবে।

দু'দিনের পথ পাড়ি দেওয়ার পর আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর পত্রটি খুলে দেখেন– তাতে এই বাক্যাবলী লিপিবদ্ধ ছিল যে, তোমরা মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী উপত্যকা নাখলায় যাও আর সেখানে গিয়ে কুরাইশদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে আমাদেরকে অবহিত করা। তিনি (সা.) পত্রের নীচে এই নির্দেশনাও লিখেছিলেন যে, এই মিশন বা অভিযান সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর যদি তোমার কোন সঙ্গী এই দলে থাকতে না চায় এবং ফিরে আসতে চায় (অর্থাৎ, এই পত্র যখন দেখে ও পড়ে এই অভিযানের উদ্দেশ্য অবগত হওয়ার পর তাদের মধ্য হতে কারো কোন অসম্মতি বা আপত্তি থাকে বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকে আর ফিরে আসতে চায়) তাহলে সে ফিরে আসতে পারে, এতে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তাকে ফিরে আসার অনুমতি দিয়ে দিও। আব্দুল্লাহ্ (রা.) মহানবী (সা.)-এর এই নির্দেশনা তার সঙ্গীদের শোনান আর সবাই একবাক্যে বলেন, আমরা স্বানন্দ্যে এই দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত। এরপর এই দলটি নাখলা অভিমুখে যাত্রা করে। পথিমধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবাহ্ বিন গাযওয়ান (রা.)-এর উট হারিয়ে যায় আর তারা তা খুঁজতে খুঁজতে নিজ সঙ্গীদের কাছ থেকে দলছুট হয়ে পড়েন আর অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাদের পায় নি অর্থাৎ নিজ সঙ্গীদের খুঁজে পায় নি। আর এখন এই দলটিতে মাত্র ছয়জন সদস্য রয়ে যায়।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন প্রাচ্যবিদ মার্গোলেস এ সম্পর্কে লিখেছেন, সা'দ বিন আবি ওক্কাস এবং উতবা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের উট ছেড়ে দিয়েছিলেন আর এই অজুহাত দেখিয়ে পেছনে থেকে গিয়েছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) আরো লিখেছেন যে, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ এই ব্যক্তিদের ওপর, যাদের জীবনের এক একটি ঘটনা তাদের সাহসিকতা ও আত্মনিবেদনের সাক্ষী আর যাদের একজন বি'রে মঊনার যুদ্ধে কাফেরদের হাতে শহীদও হয়েছেন এবং অপরজন বহু ভয়াবহ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে অবশেষে ইরাক বিজয় করেছেন, তাদের সম্পর্কে শুধুমাত্র নিজের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে এ ধরনের সন্দেহ করা জনাব মার্গোলেস-এরই বৈশিষ্ট্য। আরো মজার বিষয় হলো, মার্গোলেস নিজ পুস্তকে এটিও দাবি করে যে, আমি এই পুস্তক সম্পূর্ণভাবে বিদ্বেষমুক্ত হয়ে লিখেছি।

যাহোক এটিই তাদের রীতি, যেখানেই সুযোগ পাওয়া যায়, ইসলাম এবং মুসলমানদের ওপর আপত্তি করার কোন সুযোগ তারা হাতছাড়া করে না। এখন এই অভিযানের আসল ঘটনার দিকে আসছি।

এটি ছিল মুসলমানদের ছোট একটি দল। অতএব তারা নাখলায় পৌঁছে এবং নিজেদের কাজে রত হয়, অর্থাৎ তথ্য ও খবরাখবর সংগ্রহের কাজে (লেগে যান)। অর্থাৎ মক্কার কাফেরদের গতিবিধি কী, তাদের উদ্দেশ্য কী, মুসলমানদের ওপর আক্রমণের কোন ইচ্ছা নেই তো- এসব তথ্য সংগ্রহের কাজে তারা রত হয়ে যান। তাদের কয়েকজন নিজেদের লক্ষ্য গোপন রাখার উদ্দেশ্যে মাথা ন্যাড়া করে ফেলে, যেন পথিকরা তাদেরকে ওমরাহ্ করার উদ্দেশ্যে আগমণকারী মনে করে, কোন সন্দেহ করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু একদিন হঠাৎ কুরাইশদের ছোট একটি কাফেলা সেখানে চলে আসে যা তায়েফ থেকে মক্কা অভিমুখে যাচ্ছিল। উভয় দল পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে যায়। মুসলমানরা পরস্পর পরামর্শ করে যে, এখন কী করা উচিত। মহানবী (সা.) তাদেরকে গোপনে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। রীতিমত আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন নি। কিন্তু অপরদিকে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ উভয়ে মুখোমুখি অবস্থানে ছিল। এখন উভয় পক্ষ পরস্পরের সম্মুখে ছিল। আর স্বভাবত এই আশঙ্কাও ছিল যে, কুরাইশদের এই কাফেলার লোকেরা যেহেতু মুসলমানদের দেখে ফেলেছে তাই তথ্য সংগ্রহের জন্য তাদেরকে প্রেরণ করার বিষয়টি এখন আর গোপন থাকবে না। আরেকটি সমস্যা হলো, কতিপয়

মুসলমানের ধারণা ছিল, এই দিনটি হয়ত রজব অর্থাৎ পবিত্র মাসের শেষ দিন, যাতে আরবের প্রাচীন রীতি অনুযায়ী যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। অপরদিকে কেউ কেউ মনে করেছিল রজব অতিক্রান্ত হয়েছে এবং শাবান মাস আরম্ভ হয়ে গেছে। আর কোন কোন রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, জমাদিউল আখের মাসে (তাদেরকে) এই অভিযানে প্রেরণ করা হয়েছিল। এছাড়া এই দিনটি জমাদি-র দিন নাকি রজবের এই সন্দেহ ছিল। কিন্তু অপরদিকে নাখলা উপত্যকা হলো ঠিক হেরেম এলাকার সীমান্তে অবস্থিত। এটিও স্পষ্ট ছিল যে, যদি আজই কোন সিদ্ধান্ত না হয় তাহলে আগামীকাল এই কাফেলা হেরেমের এলাকায় প্রবেশ করবে, যার পবিত্রতা রক্ষা করা আবশ্যকীয়। এক কথায় এসব বিষয় চিন্তা করে অবশেষে মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এই কাফেলার ওপর আক্রমণ করে হয়ত তাদের বন্দি, না হয় হত্যা করা উচিত। যাহোক, তারা আক্রমণ করে, যার ফলশ্রুতিতে কাফেরদের এক ব্যক্তি নিহত হয় এবং দুইজন বন্দি হয়। চতুর্থ ব্যক্তি সেখান থেকে পালিয়ে যায়, মুসলমানরা তাকে পাকড়াও করতে পারে নি। এভাবে তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করা সম্ভব হয় নি। এরপর মুসলমানরা কাফেলার মালপত্র করতলগত করে। কুরাইশদের এক ব্যক্তি যেহেতু জীবন রক্ষা করে পালিয়ে গিয়েছিল, আর এটি নিশ্চিত ছিল যে, এই লড়াইয়ের সংবাদ খুব শীঘ্রই মক্কায় পৌঁছে যাবে, তাই আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এবং তার সঙ্গীরা গনিমতের সম্পদ নিয়ে দ্রুত মদিনায় ফিরে আসেন।

এ সম্পর্কে মার্গোলেস সাহেব লিখেন যে, সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ (সা.) জেনেশুনে এই দলটিকে পবিত্র মাসে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, কেননা এই মাসে কুরাইশরা স্বাভাবিকভাবেই অপ্রস্তুত থাকবে আর মুসলমানরা তাদের কাফেলাকে লুটপাট করার সহজ এবং নিশ্চিত সুযোগ পাবে। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, এত ক্ষুদ্র একটি দলকে এমন দূরবর্তী অঞ্চলে কোন কাফেলার লুটতরাজের জন্য পাঠানো যায় না; বিশেষভাবে যখন শত্রুর প্রধান কেন্দ্র এত নিকটে অবস্থিত। এ বিষয়টি ইতিহাস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত যে, এই দলকে শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছিল; মহানবী (সা.) যখন জানতে পারলেন, সাহাবীরা সেই কাফেলার ওপর আক্রমণ করেছেন, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং এই ছোট্টদলটি যখন মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হয়ে পুরো অবস্থা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত এবং পুরো বৃত্তান্ত অবগত করেন, তখন তিনি (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দিই নি।' সেইসাথে তিনি (সা.) গণিমতের মালও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এতে আব্দুল্লাহ এবং তার সঙ্গী-সাথিরা চরম অনুতপ্ত ও লজ্জিত হন। তারা ধরে নিয়েছেন যে, এখন আমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অসন্তুষ্টির কারণে ধ্বংস হয়ে গেছি। অন্যান্য সাহাবীরাও তাদেরকে খুবই তিরস্কার করে বলেছেন, তোমরা এটা কী করলে!

অপরদিকে কুরায়েশরাও হৈচৈ শুরু করে দিল যে, মুসলমানরা পবিত্র মাসের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে। নিহত ব্যক্তি আমর বিন আল হাযরামী যেহেতু একজন নেতৃস্থানীয় লোক ছিল এবং মক্কার অন্যতম নেতা উতবা বিন রাবীয়ার মিত্রও ছিল। তাই এই ঘটনা কুরায়েশদের রোষানলে ঘৃত ঢালার কাজ করে। তারা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি উচ্ছ্বাস-উদ্দীপনার সাথে মদিনায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি আরম্ভ করে দেয়। মোটকথা এই ঘটনায় মুসলমান এবং কাফের উভয়ের মাঝে অনেক বাদানুবাদ চলতে থাকে আর অবশেষে পবিত্র কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হলো যার ফলে মুসলমানরা আশ্বস্ত হলেন। সেই আয়াতটি হলো,

يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَّصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهٖ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا (البقرة:218)

অর্থাৎ তারা তোমাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এতে যুদ্ধ করা গুরুতর অন্যায় কিন্তু আল্লাহর ধর্ম হতে লোকদের জোরপূর্বক বিরত রাখা পবিত্র মাস ও মসজিদুল হারাম উভয়কে অস্বীকার করা অর্থাৎ এগুলোর সম্মান ক্ষুণ্ন করা, এরপর নিষিদ্ধ বা সম্মানিত অঞ্চল থেকে এর অধিবাসীদের জোরপূর্বক বহিষ্কার করা, হে মুশরেকের দল! যেমনটি তোমরা করছ, আল্লাহর দৃষ্টিতে এসব কিছুই পবিত্র মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও ঘৃণ্য। আর পবিত্র মাসে দেশের অভ্যন্তরে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা নৈরাজ্য নিরসনে কৃত হত্যাকাণ্ড অপেক্ষা অধিক গুরুতর অন্যায়।' আর হে মুসলমান! কাফেরদের প্রকৃত অবস্থা হলো, তারা তোমাদের শত্রুতায় এমনই অন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে, যেকোন সময় যেকোন স্থানে তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে না। বরং তাদের যদি ক্ষমতা থাকতো তাহলে তারা তোমাদেরকে তোমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত না করা পর্যন্ত তোমাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ অবহ্যত রাখতো।

(আল বাকারা, আয়াত: ২১৮)

মোটকথা, ইতিহাস থেকে প্রমাণিত, মক্কার কুরায়েশ নেতারা ইসলামের বিরুদ্ধে নিজেদের হত্যা ও যুদ্ধের প্রচারণা পবিত্র বা নিষিদ্ধ মাসগুলোতেও নির্দ্বিধায় অব্যহত রাখতো এমনকি নিষিদ্ধ মাসগুলোতে সংঘটিত সম্মেলন ও সফরের সদ্ব্যবহার করে তারা এসব মাসে নিজেদের নৈরাজ্যকর কার্যকলাপে আরো বেশি তৎপর হয়ে যেতো। এরপর চরম নির্লজ্জতা দেখিয়ে নিজেদের মনকে মিথ্যা প্রবোধ দিয়ে সম্মানিত মাসগুলোকে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী এদিক সেদিক স্থানান্তরিতও করতো। এটিকে তারা 'নসী' নামে আখ্যায়িত করতো। আর পরবর্তীতে তারা সকল সীমা লঙ্ঘন করে অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধীর অধীনে দৃঢ় ও পরিপক্ক চুক্তি থাকা সত্ত্বেও মক্কার কাফের ও তাদের সঙ্গী-সাথিরা নিষিদ্ধ অঞ্চলে মুসলমানদের এক মিত্র-গোত্রের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে। এরপর মুসলমানরা সেই গোত্রের সমর্থনে বের হলে তাদের বিরুদ্ধেও ঠিক হারাম শরীফেই তরবারি হাতে নেওয়া হয়। অতএব পবিত্র কুরআনের আয়াত অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার এই জবাবে মুসলমানদের তো স্বান্তনা লাভ করারই ছিল, কুরায়শরাও কিছুটা নিশ্চুপ হয়ে গেল। সেদিনগুলোতে তাদের লোকেরা নিজেদের দু'জন বন্দীকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মদীনায় এসে উপস্থিত হল। অপরদিকে যেহেতু সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং উতবা বিন গাযওয়ান (রা.) তখনও ফেরত আসেন নি তাই হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর তাদের বিষয়ে আশংকা ছিল যে, যদি তারা কুরায়শদের হাতে ধরা পড়ে তাহলে কুরায়শরা তাদেরকে জীবিত ছাড়বেনা। তাই মহানবী (সা.) তাদের ফেরত আসা পর্যন্ত কয়েদীদেরকে মুক্তি দিতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বললেন যে, আমার লোকেরা নিরপাদে মদীনায় পৌঁছলে তবেই আমি তোমাদের লোক ছেড়ে দিব। অতএব সেই দু'জন যখন ফেরত আসলো তখন তিনি (সা.) ফিদিয়া বা মুক্তিপন নিয়ে সেই উভয় কয়েদীকে মুক্ত করে দিলেন কিন্তু সেই বন্দীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মদীনায় অবস্থানকালে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ এবং ইসলামী শিক্ষার সত্যতায় এতটা প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, তিনি স্বাধীন হয়েও ফেরত যেতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং মহানবী (সা.)-এর হাতে মুসলমান হয়ে তাঁর (সা.) ভক্তকূল -এর অন্তর্ভুক্ত হলেন, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করলেন আর অবশেষে বে'রে মাউনায় শাহাদাত বরণ করেন।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৩০-৩৩৪)

অতএব তার ইসলাম গ্রহণ এবং ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করা এতটুকুই মার্গোলেস নামক আপত্তিকারী'র আপত্তির জবাব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু এ বিষয়গুলো এরা দেখেও দেখে না।

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর বদরের যুদ্ধ এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধাভিযানে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ হয়েছে।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫৯)

হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-এর দু'জন মুক্ত ক্রীতদাস খাব্বাব (রা.) এবং সা'দ (রা.)-এরও তাদের সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়েছে।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৩৯)

তিনি মহানবী (সা.)-এর দক্ষ তীরন্দাজদের একজন ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সআআদ,৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২)

হযরত ওমর (রা.) হযরত উতবা (রা.)-কে বসরা অভিমুখে প্রেরণ করেন

যুগ ইমামের বাণী

"যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪))

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যেন পারস্যের অন্তর্ভূক্ত উবুল্লাহ'র (জায়গার নাম) লোকদের সাথে যুদ্ধ করেন। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে বলেন যে, তুমি এবং তোমার সাথীরা যতক্ষণ আরব সম্রাজ্যের শেষ সীমা এবং অনারব সম্রাজ্যের উপকণ্ঠে না পৌঁছাও ততক্ষণ সফর অব্যহত রাখবে। অতএব তোমরা আল্লাহ্ তা'লার মঙ্গল ও কল্যাণসহ যাত্রা কর। তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ্কে ভয় করবে আর জেনে রাখো, তোমরা ভয়ংকর শত্রুর মুখোমুখি হতে যাচ্ছ। এরপর তিনি (রা.) বলেন যে, আমি আশা রাখি, আল্লাহ তা'লা তাদের বিরুদ্ধে তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। হযরত ওমর (রা.) বলেন, এছাড়া আমি হযরত আলা বিন হাযরামীকে লিখে দিয়েছি যে, আরফাজা বিন হারসামার মাধ্যমে তিনি যেন তোমাদের সাহায্য করেন কেননা তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অভিজ্ঞ আর রণকৌশলে খুবই দক্ষ। এরপর হযরত ওমর (রা.) বলেন, অতএব তোমারা তার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করবে এবং লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করবে। যে ব্যক্তি তোমাদের আনুগত্য করবে তার বয়আত গ্রহণ করবে এবং যে ব্যক্তি মানতে অস্বীকৃতি জানাবে তার ওপর কর আরোপ করবে, যা সে নিজ হাতে বিনয়ের সাথে আদায় করবে আর যে ব্যক্তি কর দিতেও অস্বীকার করবে তার ক্ষেত্রে তরবারি ব্যবহার করবে অর্থাৎ যদি কর দিতে অস্বীকার করে আর নিজ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়, মুসলমানও না হয় উপরন্তু যদি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয় সেক্ষেত্রে তরবারির ব্যবহার করবে অর্থাৎ তখন তোমাদের কাজ হবে তরবারি ব্যবহার করা। আরবীদের মধ্য থেকে যাদের পাশ দিয়েই তোমার অতিক্রম করবে, তাদেরকেই জিহাদের জন্য উৎসাহিত করবে আর শত্রুর সাথে বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ আচরণ করবে তবে আল্লাহ তা'লাকে ভয় করতে থাকবে সেই আল্লাহ্কে যিনি প্রকৃতই তোমাদের লালন-পালন কর্তা।

হযরত ওমর (রা.) হযরত উতবা (রা.)-কে বসরার উদ্দেশ্যে আট শত লোকসহ রওয়ানা করে দিলেন। পরবর্তীতে আরও লোকবল দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। হযরত উতবা (রা.) উবুল্লাহ অঞ্চল জয় করে সেটিকে বসরার অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বসরাকে শহরে রূপান্তরিত করেছিলেন এবং তা আবাদও করেছিলেন। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) যখন হযরত উতবা বিন গাযওয়ান (রা.)-কে বসরার গভর্ণর নিযুক্ত করেন তখন তিনি খারীবায় অবস্থান করেন। খারিবা পারস্যের প্রাচীনতম শহর যাকে ফার্সীতে ভাশতাবাজ উর্দশির বলা হয়। আরবের অধিবাসীরা এর নাম রেখেছিল খারীবা। জাঙ্গে জামাল এর পাশেই সংঘটিত হয়েছিল। হযরত উতবা (রা.) হযরত উমর (রা.)-এর কাছে এক পত্রে লিখেন, মুসলমানদের জন্য এমন একটি জায়গা অপরিহার্য যেখানে তারা শীতকাল অতিবাহিত করতে পারে এবং যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় অবস্থান করতে পারে। হযরত উমর (রা.) তাকে লিখেন, তাদেরকে আপনি এমন একটি স্থানে একত্রিত করুন যে স্থান পানি ও চারণভূমির নিকটবর্তী। এটি যদি কোন পরিকল্পনার অংশ হয়ে থাকে তাহলে জায়গা এমন হওয়া উচিত যেখানে পানির ব্যবস্থা থাকবে এবং পশু পালনের জন্য চারণভূমিও থাকবে। এ নির্দেশ পাওয়ার পর হযরত উতবা (রা.) তাদেরকে নিয়ে বাসরা গিয়ে বসতি গড়েন। মুসলমানেরা সেখানে বাঁশের ঘর নির্মাণ করে। হযরত উতবা (রা.) বাঁশ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করিয়েছেন। এটি ১৪ হিজরী সনের ঘটনা। হযরত উতবা (রা.) মসজিদের কাছেই খোলা জায়গায় আমীরের জন্য গৃহ নির্মাণ করান। লোকেরা যখন যুদ্ধের জন্য বের হত তখন তারা বাঁশনির্মিত এসব ঘরগুলো ভেঙ্গে ফেলত আর সেগুলো বেঁধে রেখে যেত এবং যখন তারা ফিরে আসত তখন ঠিক একইভাবে আবার গৃহ নির্মাণ করত। পরর্তীতে মানুষ সেখানে পাকা বাড়িঘর নির্মাণ করতে শুরু করে। হযরত উতবা (রা.) মেহ্জান বিন আদরাকে নির্দেশ দেন, যিনি বাসরার জামে মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এটি বাঁশ দিয়ে প্রস্তুত করেন। এরপর হযরত উতবা (রা.) হজ্জ করার উদ্দেশ্যে বের হন এবং মুজাশে বিন ওসুদকে নিজের স্থলাভিষিক্ত বা ভারপ্রাপ্ত নিযুক্ত করেন আর তাকে ফুরাতের দিকে যাত্রা করার নির্দেশ দেন এবং হযরত মুগিরা বিন শো'বা (রা.) কে নামাযের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। হযরত উতবা (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর কাছে পৌঁছেন তখন তিনি বাসরার প্রশাসক পদ থেকে ইস্তেফা দেওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন আর বলেন, এখন আমার জন্য (দায়িত্বপালন) অনেক কষ্টকর, অন্য কাউকে সেখানকার আমীর নিযুক্ত করে দিন। কিন্তু হযরত উমর (রা.) তার পদত্যাগের আবেদন নামঞ্জুর করেন। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, এতে তিনি দোয়া করেন– হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে এই শহরের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরিয়ে এনো না। অতএব তিনি তার বাহন থেকে পড়ে যান এবং ১৭ হিজরী সনে তার ইন্তেকাল হয়। হযরত উতবা (রা.) মক্কা থেকে যখন বসরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন তখন এই (মৃত্যু) সংঘটিত হয় এবং সেই স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলেন যাকে মানুষ মা'দেন বনী সুলায়েম বলে থাকে। আরেকটি ভাষ্য অনুসারে ১৭ হিজরী সনে রাবজা নামক স্থানে তার মৃত্যু হয়। তার মৃত্যু সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, তৃতীয় আরেকটি বর্ণনা অনুসারে হযরত উতবা (রা.) ১৭ হিজরী সনে ৫৭ বছর বয়সে বাসরাতে মৃত্যুবরণ করেন, তখন তিনি পেটের পীড়ায় ভুগছিলেন। কেউ কেউ ১৫ হিজরী সনকেও তার মৃত্যুর সন বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত উতবা (রা.)-এর মৃত্যুর পর তার ক্রীতদাস সোয়ায়েদ তাঁর জিনিসপত্র এবং পরিত্যাক্ত সম্পত্তি হযরত উমর (রা.)-এর সমীপে নিয়ে আসেন। হযরত উতবা (রা.) ৫৭ বছর জীবন পেয়েছেন। তিনি দীর্ঘদেহী ও সুদর্শন একজন মানুষ ছিলেন।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৫৯-৫৬০) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৩)

খালিদ বিন উমায়ের আদভী (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উতবা বিন গাযওয়ান আমাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন। আল্লাহ্ তা'লার যথাযোগ্য গুণকীর্তন ও প্রশংসাবাক্য পাঠ করার পর তিনি বলেন, পৃথিবী নিজ পরিসমাপ্তির ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে এবং এটি খুব দ্রুতগতিতে প্রস্থান করছে অর্থাৎ পৃথিবী এখন কিয়ামত বা ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, এর আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কোন পানকারী পাত্রে যতটুকু পানীয় অবশিষ্ট রেখে দেয় তা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। এখান থেকে তোমরা এক অনন্ত গৃহে স্থানান্তরিত হবে। অর্থাৎ জীবন ক্ষণস্থায়ী, অতএব তোমাদের কাছে যাকিছু আছে তার চেয়ে ভালোতে তোমরা স্থানান্তরিত হও, কেননা আমাদেরকে বলা হয়েছে যে, একটি পাথর জাহান্নামের তটদেশ থেকে নিক্ষেপ করা হবে আর তা তাতে সত্তর বছর পর্যন্ত নামতে থাকবে, তথাপি তা এর তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহ্র কসম! অবশ্যই এই জাহান্নাম পূর্ণ করা হবে। অর্থাৎ পাপীদেরকে এতে নিক্ষেপ করা হবে, কাজেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এ জীবন ধন্য কর এবং পুণ্যের প্রতি মনোনিবেশ কর– এটি বলাই তার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি আরো বলেন, তোমরা কি বিস্মিত হচ্ছো! অথচ তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের দুটো দরজার দূরত্ব চল্লিশ বছর এবং এতে এমন একটি সময় অবশ্যই আসবে যখন এটি মানুষের সংখ্যাধিক্যে ভরে যাবে। আমি নিজেকে দেখেছি যে, আমি রসূলে করীম (সা.)-এর সাথে ছিলাম আর সাত জনের একজন ছিলাম আর কখনো গাছের পাতা ছাড়া আমাদের কোন খাদ্য ছিল না অর্থাৎ আমাদের মাঝে এমন একটি যুগ এসেছিল যখন আমাদের খুবই খারাপ অবস্থা ছিল। আমরা গাছের পাতা খেতাম এমনকি ঠোঁটের কোণা পর্যন্ত ছিলে যেত। তিনি (রা.) নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলছেন, আমি একটি চাদর পেলাম, যেটিকে ছিঁড়ে আমার এবং সা'দ বিন মালিকের জন্য দুই টুকরা করলাম। অর্থাৎ, আমাদের এমন অবস্থা ছিল যে, সমস্ত শরীর ঢাকার মত একটি চাদরও ছিল না। অর্ধেকটা দিয়ে আমি গা ঢাকার কমর বন্ধনী বানিয়ে নিলাম এবং বাকিটা দিয়ে সা'দ। তিনি বলেন, অথচ বর্তমানে আমাদের মধ্যে কেউ না কেউ সকাল হতে না হতেই কোন না কোন শহরের আমীর হয়ে থাকে। আর আমি নিজেকে বড় মনে করা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই কেননা তাঁর নিকট আমি অতি নগণ্য। অতএব তিনি (রা.) বলেন, আমার বিনয়ের অবস্থা এমন যে, আমি নিজেকে খুবই তুচ্ছ জ্ঞান করি যদিও অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে এবং স্বচ্ছলতা এসেছে। সুতরাং তোমাদের এখন অনেক বেশি ভাবা উচিত।

অতঃপর তিনি বলেন, অতীতের সকল নবীর যুগের প্রভাব-প্রতিপত্তিই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তোমরা ভালভাবে জেনে রাখ, আমাদের পরও শাসকদের শাসনামল শুরু হবে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুয যোহদ ওয়ার রাকায়েক, হাদীস-২৯৬৭)

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভ হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria, Santoshpur (Murshidabad)**

তিনি (রা.) বলেন, মুসলমানদের মধ্যেও এমনটি অর্থাৎ, জাগতিকতা শুরু হয়ে যাবে। আর তখন তোমরা দেখে নিও, আমি যা বলছি তা কীভাবে সত্যে পরিণত হয়। কিন্তু তোমরা সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর ধর্মের প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং আধ্যাত্মিকতার দিকে ঝুঁকবে, কেননা এর ফলেই জান্নাতে যাওয়ার উপকরণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ করা হবে তার নাম হল হযরত সা'দ বিন উবাদা। হযরত সা'দ বিন উবাদা আনসারদের খাযরাজ গোত্রের শাখা বনু সায়েদার সদস্য ছিলেন; তার পিতার নাম ছিল উবাদা বিন দুলায়েম ও মাতার নাম ছিল আমরাহ্, যিনি মাসউদ বিন কায়সের তৃতীয় কন্যা ছিলেন। তার মা-ও নবী করীম (সা.)-এর কাছে বয়আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা, হযরত সা'দ বিন যায়েদ আশহালির খালাতো ভাই ছিলেন, যিনি বদরী সাহাবীদের মাঝে অন্যতম। হযরত সা'দ দু'টি বিয়ে করেছিলেন; তাদের একজন হলেন গোযিয়া বিনতে সা'দ, যার গর্ভে সাঈদ, মুহাম্মদ ও আব্দুর রহমান জন্ম নেন; অপরজন হলেন ফুকায়হা বিনতে উবায়েদ, যার গর্ভে কায়স, উমামা ও সাদূসের জন্ম হয়।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬০-৪৬১)

মান্দুস বিনতে উবাদা হযরত সা'দ বিন উবাদার বোন ছিলেন, যিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বয়আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদার আরও একজন বোন ছিলেন, যার নাম ছিল লায়লা বিনতে উবাদা; তিনিও রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে বয়আত করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭)

হযরত সা'দ বিন উবাদার ডাকনাম ছিল 'আবু সাবেত'; কেউ কেউ তার ডাকনাম 'আবু কায়স'-ও উল্লেখ করেছেন, তবে প্রথম বর্ণনা অর্থাৎ 'আবু সাবেত'-ই যথার্থ ও সঠিক প্রতীয়মান হয়। হযরত সা'দ বিন উবাদা আনসারদের খাযরাজ গোত্রের নকীব বা নেতা ছিলেন। হযরত সা'দ বিন উবাদা সম্ভ্রান্ত ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন, আর সকল যুদ্ধে আনসারদের পতাকা তার কাছেই থাকতো। তিনি আনসারদের মধ্যে অসাধারণ সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন আর তার জাতি তার নেতৃত্ব মান্য করতো।

(উসদুল গাবা ফি মারিফাতিস সাহাবা, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৪১)

হযরত সা'দ বিন উবাদা অজ্ঞতার যুগেও আরবী লিখতে জানতেন, অথচ সে যুগে স্বল্প-সংখ্যক লোকই লিখতে জানত; তিনি সাঁতার ও তীরন্দাজীতে পারদর্শী ছিলেন, আর এসব বিষয়ে যে ব্যক্তি দক্ষতা রাখত তাকে 'কামেল' বা সম্পূর্ণ বলা হতো। অজ্ঞতার যুগে হযরত সা'দ বিন উবাদা ও তার পূর্বে তার পিতা-পিতামহ তাদের দুর্গ থেকে ঘোষণা করাতেন– 'যার মাংস ও চর্বি পছন্দ, সে যেন দুলায়েম বিন হারসার দুর্গে চলে আসে'। হিশাম বিন উরওয়া তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেছেন, "আমি সা'দ বিন উবাদাকে সেই সময় দেখেছি যখন তিনি তার দুর্গের ওপর থেকে ডেকে বলতেন- 'যে ব্যক্তি চর্বি বা মাংস পছন্দ করে, সে সা'দ বিন উবাদার কাছে যাক' (অর্থাৎ তিনি পশু জবাই করিয়ে তার মাংস বিতরণ করতেন)। আমি তার ছেলেকেও এরূপ করতে দেখেছি অর্থাৎ সে-ও এভাবে আহ্বান করত।" তিনি বলেন, আমি একদিন মদিনার রাস্তায় হাঁটছিলাম। সে সময় আমি যুবক ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি 'আলিয়া নামক স্থানে তার জমিতে যাচ্ছিলেন, যা মদিনা থেকে নাজাদ অভিমুখে চার থেকে আট মাইলের মাঝে অবস্থিত একটি উপত্যকা। তিনি বলেন, হে যুবক! এদিকে আস। দেখ তো সা'দ বিন উবাদার দূর্গ থেকে কাউকে ডাকতে দেখা যায় কি না? দূর্গটি নিকটেই ছিল। আমি দেখি এবং বলি, না। তিনি বলেন, তুমি সত্য বলেছ।

(আততাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬০-৪৬১)

(উমদাতুল কারী, খণ্ড-১৬, পৃ: ২৭৯)

মনে হচ্ছে সা'দ বিন উবাদাহ যেরূপ দানশীল ছিলেন এবং যেভাবে তিনি বন্টন করতেন তার পরে সেই কাজ আর অব্যহত থাকে নি। এজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর তাকে একথা জিজ্ঞেস করেছেন।

হযরত নাফে' বর্ণনা করেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর হযরত সা'দ বিন উবাদাহ্র দূর্গের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাকে বলেন, হে নাফে'! এসব তার পিতৃপুরুষদের ঘর। বছরে একবার আহ্বানকারী এই বলে ডাকতো যে, যে ব্যক্তি চর্বি ও মাংস খাওয়ার আকাঙ্খা রাখে সে যেন দুলায়েম এর ঘরে আসে। এরপর দুলায়েম মৃত্যুবরণ করেন তখন উবাদাহ এমন ঘোষণা প্রদান করে আর যখন উবাদাহ মুত্যুবরণ করেন তখন হযরত সা'দ এমন ঘোষণা অব্যাহত রাখেন। এরপর আমি কায়েস বিন সা'দকেও এমনটি করতে দেখি আর কায়েস অসাধারণ দানশীল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

সুতরাং এই রেওয়ায়েতের মাধ্যমে আরো স্পষ্ট হয়ে গেলো, তার সন্তানাদি পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে সেই অবস্থা বজায় থাকে নি। হযরত সা'দ বিন উবাদাহ আকাবাহর দ্বিতীয় বয়আতের সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

(সীরুস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৭৫)

সীরাতে খাতামান্নাবীঈনে এই অবস্থা এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নবুওয়তের ত্রয়োদশতম বছরের যিলহজ্জ মাসে হজের সময়ে আওস এবং খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন মক্কায় আসলেন। তাদের মাঝে সত্তর ব্যক্তি এমন ছিলেন যারা হয় মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন অথবা মুসলমান হতে চাইছিলেন এবং মহানবী (সা.) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য মক্কায় এসেছিলেন। মুসআব বিন উমায়েরও তাদের সাথে ছিলেন। মুসআবের মা জীবিত ছিলেন আর তিনি মুশরিক ছিলেন কিন্তু তাকে খুব ভালবাসতেন। তার আগমনের সংবাদ শুনার পর তাকে বলে পাঠালেন যে, প্রথমে আমার সাথে সাক্ষাত কর এরপর অন্য কোথাও যেও। মুসআব তার মাকে উত্তরে বললেন, আমি এখনো রসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাত করি নি, তাঁর সাথে সাক্ষাত করে আপনার কাছে যাব। তিনি মহানবী (সা.) এর সমীপে উপস্থিত হন। তাঁর (সা.) সাথে সাক্ষাত করেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো নিবেদন করে এরপর নিজ মায়ের কাছে যান। তিনি তার সাথে প্রথমে সাক্ষাত করেন নি এ কথা জানতে পেরে তার মা রাগে ফুঁসছিলেন। তাকে দেখে খুব কান্নাকাটি করে অনেক অভিযোগ অনুযোগ করলেন। মুসআব বললেন, মা তোমাকে একটি খুব ভাল কথা বলি, যা তোমার জন্য খুবই উপকারী আর এর মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তিনি বললেন, সেটা কী? মুসআব খুব ধীরে উত্তর দিলেন যে, ব্যস এটাই যে, মূর্তি পুজা পরিত্যাগ করে মুসলমান হয়ে যাও এবং মহানবী (সা.) এর ওপর ঈমান নিয়ে আস। তিনি খুব ঘোর মুশরিক ছিলেন আর একথা শোনামাত্রই এই বলে শোরগোল শুরু করে দেন যে, তারকারাজির কসম! আমি কখনো তোমাদের ধর্মে প্রবেশ করবো না অধিকন্তু তাকে ধরে বন্দী করার জন্য নিজের আত্মীয়দের প্রতি ইঙ্গিত করলেন; কিন্তু তিনি সতর্ক ছিলেন আর সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করলেন।

আকাবাহ্র দ্বিতীয় বয়আতের সূত্রে লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) মুসআবের মাধ্যমে আনসারদের আগমনের সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে কতিপয় লোক তাঁর সাথে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাতও করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু এ পর্যায়ে একটি দলীয় কিন্তু একান্তে সাক্ষাতের প্রয়োজন ছিল, এজন্য হজ্জের আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদনের পর মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হওয়া এবং প্রশান্তচিত্তে নিভৃতে তাঁর সাথে কথাবার্তা বলার জন্য জিলহজ্জ মাসের মধ্যবর্তী তারিখ নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ সেদিন মাঝরাতের কাছাকাছি বিগত বছর যে উপত্যকায় মিলিত হয়েছে একই স্থানে (যেন মিলিত হওয়া যায়)। তিনি (সা.) আনসারদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, তারা যেন একত্রে না আসেন, বরং একজন দু'জন করে নির্ধারিত সময়ে উপত্যকায় পৌঁছে যান এবং তারা যেন ঘুমন্তদের না জাগান এবং অনুপস্থিতদের জন্য অপেক্ষা না করেন। যারা উপস্থিত আছে তারা যেন চলে আসে। সুতরাং নির্ধারিত তারিখে রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হওয়ার পর মহানবী (সা.) একা ঘর থেকে বের হন এবং পথে তাঁর চাচা আব্বাসকেও সাথে নেন, যিনি তখনও মুশরিক ছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.) এর প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন এবং হাশেম বংশের নেতা ছিলেন। তারা দু'জন একত্রে সেই উপত্যকায় পৌঁছেন। স্বল্প সময়ের মধ্যেই আনসারগণও একজন দু'জন করে এসে পৌঁছেন। তারা সত্তর জন ছিলেন এবং সবাই অওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। মহানবী (সা.)-এর চাচা আব্বাস প্রথমে কথা বলা আরম্ভ করেন যে, হে খাযরজ গোত্রীয়গণ! মুহাম্মদ (সা.) তার বংশে সম্মানীত ও প্রিয়ভাজন একব্যক্তি এবং তাঁর বংশ এখন পর্যন্ত তার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে আসছে। সব বিপদে তাঁর নিরাপত্তার জন্য তারা বুক পেতে দিয়েছে। কিন্তু এখন মুহাম্মদ স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে তোমাদের কাছে চলে যেতে চাইছেন। অতএব, তোমরা যদি তাঁকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে চাও তবে তোমাদেরকে তাঁর সব ধরনের নিরাপত্তা দিতে হবে এবং সব শত্রুর বিরুদ্ধে তোমাদেরকে বুক পেতে দিতে হবে। যদি তোমরা এটি করতে প্রস্তুত থাক তবে ভাল, নয়তো এখনই স্পষ্টভাবে বলে দাও, কেননা স্পষ্ট কথা বলাই উত্তম। বারা বিন মা'রুর যিনি আনসারদের একজন প্রবীণ নেতা ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি বললেন আব্বাস! আমরা তোমার কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা চাই রসূলুল্লাহ্ নিজেও তাঁর পবিত্র মুখে কিছু বলুন এবং যে দায়িত্ব আমাদের উপর অর্পন করতে চান তা স্পষ্ট করুন। এতে মহানবী (সা.) পবিত্র কুরআনের কতক আয়াত তেলাওয়াত করেন, অতপর সংক্ষিপ্ত এক বক্তৃতায় ইসলামের শিক্ষামালা তুলে ধরেন এবং 'হাকুকুল্লাহ এবং হাকুকুল ইবাদ' অর্থাৎ আল্লাহ্

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 23-30 Jan , 2020 Issue No.4-5

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকারের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, তোমরা নিজেদের আত্মীয়স্বজনের যেভাবে সুরক্ষা করে থাকো প্রয়োজনে আমার ক্ষেত্রেও অনুরূপ করবে কেবল এটিই আমার প্রত্যাশা। তিনি (সা.) যখন বক্তৃতা শেষ করেন তখন আল বারাআ বিন মা'রুর আরবের রীতি অনুসারে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হাত নিজের হাতে নিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! সেই খোদার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমরা আমাদের আপন প্রাণের ন্যায় আপনার সুরক্ষা করব, আমরা তরবারির ছায়ায় বড় হয়েছি। কিন্তু তার কথা শেষ না হতেই আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহান তার কথা কেটে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! মদীনার ইহুদীদের সাথে আমাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। আপনার সঙ্গ দেওয়ার ফলে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করলেন আর তখন আপনি আমাদেরকে ছেড়ে আপনার নিজের দেশে ফেরত চলে যাবেন আর ফলে আমরা একূল ওকূল দুকূলই হারাবো। এতে মহানবী (সা.) হেসে বলেন, না, না, এমনটি কখনই হবে না। তোমাদের রক্ত আমার রক্ত হবে, তোমাদের বন্ধু আমার বন্ধু হবে, তোমাদের শত্রু আমার শত্রু হবে। এতে আব্বাস বিন উবাদা আনসারী নিজের সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন- হে লোকসকল! তোমরা কি বুঝতে পারছ যে, এই অঙ্গীকারের অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে এখন তোমাদেরকে সর্বাবস্থায় সকল শ্রেণির মানুষের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে অর্থাৎ প্রত্যেক জাতির লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে, তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আর সকল প্রকারের ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এতে লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আমরা অবগত আছি কিন্তু হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এর বিনিময়ে আমাদের কী লাভ হবে? মহানবী (সা.) বললেন: তোমরা খোদা তা'লার জান্নাত লাভ করবে, যা তাঁর সব পুরস্কারের চেয়ে বড় পুরস্কার। সবাই বললেন, এই ব্যবসায় আমরা একমত। হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। হুযূর (সা.) হাত বাড়িয়ে দিলেন। তারপর এই নিবেদিতপ্রাণ সত্তর জনের একটি দল আত্মরক্ষামূলক চুক্তিতে হুযুরের (সা.) হাতে বিক্রি হয়ে গেলেন। এই বয়আতের নাম 'আকাবাহ্'-র দ্বিতীয় বয়আত।

এই বয়আতের শেষে হুযুর (সা.) তাঁদেরকে বললেন, হযরত মূসা (আ.) নিজ জাতি থেকে বার জন নকীব বা নেতা নির্বাচন করেছিলেন যারা হযরত মূসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে তত্ত্বাবধায়ক ও অভিভাবক ছিলেন। আমি তোমাদের মধ্য থেকে বারজন নেতা নিযুক্ত করতে চাই যারা তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক ও সুরক্ষাকারী হবে, আর তারা আমার জন্য হযরত ঈসা (আ.)-এর 'হাওয়ারী' (শিষ্য) তুল্য হবে এবং তারা আমার কাছে নিজ নিজ গোত্রের বিষয়ে জবাবদিহি করবে। সুতরাং তোমরা যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গের নাম প্রস্তাবাকারে আমার সামনে উপস্থাপন কর। অতঃপর বারোজন ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করা হলো যাদেরকে হুযূর (সা.) অনুমোদন দান করেন এবং তাদের একটি করে গোত্রের নকিব বা নেতা নিযুক্ত করে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য বুঝিয়ে দিলেন আর কিছু কিছু গোত্রের জন্য দু'জন করে নকিব বা নেতা নিযুক্ত করেন। নেতা নির্ধারণ চূড়ান্ত হয়ে গেলে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা.) আনসারদেরকে বললেন যে, তাদেরকে এবিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত, কেননা কুরাইশদের গুপ্তচর চারিদিকে নজরদারী করছে। এমন যেন না হয় যে এই কথা ও স্বীকারুক্তির খবর ফাঁস হয়ে যায় এবং জটিলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। সম্ভবত: তিনি এই জোরালে উপদেশ দিচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় রাতের আঁধারে উপত্যকা থেকে কোন শয়তানের ধ্বনি ভেসে আসে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি লুকিয়ে ছিল; গুপ্তচরবৃত্তি করছিল, সে বলল, হে কুরাইশরা! তোমাদের কি কোন খবর আছে, (নাঊযুবিল্লাহ্) মুযাম্মাম এবং তার সঙ্গী-সাথী মুরতাদরা তোমাদের বিরুদ্ধে কী অঙ্গীকার ও চুক্তি করছে? এই কণ্ঠস্বর সবাইকে স্তম্ভিত করে দেয় কিন্তু রসূল করীম (সা.) একবারে শান্ত ছিলেন। তিনি (সা.) বললেন, আপনারা এখন যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই একজন দু'জন করে নিজেদের অবস্থানস্থলে ফিরে চলে যান। আব্বাস বিন নাযলা আনসারী বললো, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমরা কাউকে ভয় পাই না। যদি আদেশ দেন তাহলে আজ সকালেই আমরা সেসব কুরাইশদের ওপর আক্রমণ করে তাদের অত্যাচারের শাস্তি দিব। তিনি (সা.) বললেন- না, না। এখনও পর্যন্ত আমি এর অনুমতি পাইনি। তোমরা কেবলমাত্র এটি কর যে, নীরবে নিজেদের তাঁবুতে ফিরে যাও। এরপর সমস্ত লোকেরা একজন দুইজন করে নিঃশব্দে উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গেল এবং মহানবী (সা.)ও তাঁর চাচা আব্বাসের সাথে মক্কায় ফিরে এলেন। কুরাইশদের কানে গুঞ্জন এসে পৌঁছে যে, এরূপ একটি গোপন সভা হয়েছিল, তাই সকাল হতেই তারা মদীনাবাসীদের আস্তানায় গেল এবং তাদেরকে বলল, আপনাদের সাথে আমাদের বহুদিনের সম্পর্ক আর আমরা কখনো চাই না, এই সম্পর্ক নষ্ট হোক, কিন্তু আমরা শুনেছি যে, গত রাতে মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে আপনাদের কোন গোপন চুক্তি অথবা সন্ধি হয়েছে। প্রকৃত ঘটনা কি? আওস ও খাযরাজের মধ্যে যারা মূর্তিপূজারী ছিল তারা এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুই জানত না, তাই তারা হতবাক হল এবং স্পষ্টভাবে অস্বীকার করল যে, নিশ্চিতভাবে এরূপ ঘটনা ঘটেনি। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল যে পরবর্তীতে মদীনার মুনাফিকদের সর্দার হয়েছিল সেও এই দলে ছিল। সে বলল, এমনটি কখনো হতে পারে না। এটি কিভাবে সম্ভব যে, মদীনাবাসী কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিবে আর আমি তা জানব না। মোটকথা, এভাবে কুরাইশদের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং ফেরত চলে আসে। এর কিছু সময় পরই আনসারগণ মদীনার অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু তাদের চলে যাওয়ার পরই কুরাইশরা কোনভাবে সেই সংবাদের সত্যতা পেয়ে যায় যে, সত্যি সত্যিই মদীনাবাসী মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে কোন চুক্তি বা অঙ্গীকার করেছে। এরপর তাদের মাঝে কতিপয় ব্যক্তি মদীনাবাসীদের পিছু নিয়েছিল। কাফেলা বের হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সা'দ বিন উবাদাহ কোন কারণে থেকে গিয়েছিলেন। তাকে লোকেরা ধরে ফেলে এবং মক্কার পাথুরে মাঠে নিয়ে এসে অনেক মারধর করে, এবং মাথার চুল ধরে যথেচ্ছভাবে টানটানি করে।। সবশেষে জুবায়ের বিন মুতআম এবং হারেস বিন হারব যারা সা'দ এর পরিচিত ছিল তারা সংবাদ পেয়ে তাকে অত্যাচারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ২২৭,২২৯,২৩২,২৩৩)

হযরত সা'দ বিন উবাদাহর সম্পর্কে আরো কিছু ঘটনা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী খুতবায় বর্ণনা করা হবে।

ভ্রম সংশোধন

হযরত রসুল করীম (সা.)-এর বদরী সাহাবাগণ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিগত কিছুকাল থেকে খুতবা প্রদান করে আসছেন। একাধিক খুতবায় 'আকাবাহ্'-র বয়আত সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ভুলবশতঃ কিছু কিছু স্থানে 'আকাবাহ্'-র পরিবর্তে 'উকবা' লেখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।
Email: banglabadar@hotmail.com

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন।

(কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

"দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমানিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir